NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

পুলিশের সামনেই পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর গ্রামবাসীর ৫

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৩ ২১ কার্তিক ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.11.2023, Vol.17, Issue No. 146, 8 Pages, Price 3.00

স্বল্পকালীন অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ নভেম্বর থেকে বিধানসভায় স্বল্পকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। পুজোর মুখে বিধানসভায় মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অধিবেশনে সেই সংক্রান্ত বিল-সহ আরও বেশ কয়েকটি বিল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সূত্রের খবর তেমনই। অধিবেশন শুরুর আগে সর্বদল বৈঠক এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসবে। আপাতত ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে বলে ঠিক হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগে মুম্বই যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের যোগ পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটের ওএমআর শিট বিকৃতি মামলায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয় মুম্বইয়ে। আর সেই সূত্রেই মুম্বইয়ের এক সংস্থার যোগ সামনে আসে। এরপর গত সপ্তাহে মুম্বইয়ে গিয়ে অভিযান চালিয়ে একাধিক নথি, ডিজিটাল এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর।

কারামন্ত্রীকে আয়কর নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি ও তাঁর পুত্র তথা কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরিকে নোটিস দিল আয়কর দপ্তর। আগামী ১৩ তারিখ হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের, এমনটাই সূত্রে খবর। এদিকে এই নোটিস পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন মন্ত্রী অখিল গিরি। নোটিসের উত্তর দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। সূত্রের খবর, হাতে না পেলেও, মেল মারফত নোটিস পেয়েছেন তিনি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

রেশন দুর্নীতি মামলা

ইডির তল্লাশিতে উদ্ধার ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলার তদন্তে টানা ২৭ ঘণ্টা তল্লাশির পর কলকাতা-সহ আরও কয়েকটি জায়গা থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করলেন ইডির আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের এজেসি বোস রোডের অফিস থেকেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১ কোটি টাকা। রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি ৪০ লক্ষ টাকা মিলেছে। আর এই প্রসঙ্গেই ইডির আধিকারিকদের অনুমান বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত টাকাই রেশন দুর্নীতির। ইডির তরফ থেকে এও খবর মিলছে, রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির নজরে অঙ্কিত চান্দকদের মতো একাধিক ব্যবসায়ী। আর এই অঙ্কিত-সূত্র ধরেই বিহারের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির যোগ উঠে এসেছে। এই পরিবারেরই সদস্য দীপেশ চান্দক। ২০০৪ সালে বিহারের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় দীপেশ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় যে অঙ্কিত ও হিতেশের বাড়িতে সম্প্রতি ইডি যে তল্লাশি চালায়, দীপেশ সেই পরিবারেরই সদস্য। দীপেশ পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে আবারও সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন। ইডি সূত্রে খবর, সেন্ট্রাল রোলিং মিল-সহ অন্তত ৪টি সংস্থায় দীপেশ, হিতেশ ও অঙ্কিতের সঙ্গে ডিরেক্টর।

এদিকে এই দুর্নীতির তদন্তে নেমেই জোড়া কোম্পানির খোঁজ মিলেছে বাঁকুড়াতেও। ইডি সূত্রে খবর, কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি। ইডি-র দাবি, রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজে অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে। সংস্থার অন্যতম অংশীদার চণ্ডীপ্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করেছেন, কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য। মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শান্তনু ভট্টাচার্যর নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে দাবি ইডির। আর এই দুই সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

সশরীরে কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পায়ে চোটের কারণে দুর্গাপুজোয় ছিলেন ঘরবন্দি। তবে এ বছর ভার্চুয়ালিই প্রায় ১২০০ দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুস্থ হয়ে চলাফেরা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বহু কালীপুজোর উদ্বোধনের আবেদন জমা পড়েছে দপ্তরে। সশরীরেই বেশ কিছু কালীপুজো উদ্বোধন করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সশরীরে কয়েকটি পুজো মণ্ডপে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করবেন তিনি। আজ থেকে কালীপুজোর উদ্বোধন শুরু করবেন তিনি। আজ উদ্বোধনের তালিকায় রয়েছে হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের ভেনাস ক্লাবের পুজো। এছাড়াও কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করার কথা।

মানুষের স্বাস্থ্যকে খুন করা হচ্ছে: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: দিল্লির দূষণ নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই বন্ধ হোক। রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান যে শ্বাসরুদ্ধকর পর্যায়ে পৌঁছেছে তা 'মানুষের স্বাস্থ্যকে খুন করার শামিল'। দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। গত এক সপ্তাহ ধরে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান 'অত্যন্ত ভয়ানক' পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্কুলগুলিকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। হাঁসফাঁস করতে থাকা দিল্লির দূষণ নিয়ে এ বার দিল্লি এবং তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। প্রত্যেক শীতে প্রতিবেশী রাজ্য পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় শস্যের গোড়া পোড়ানোই দিল্লির এই দূষণের মূল কারণ বলেই মন্তব্য করেছে আদালত। তাই শস্যের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করতে এই দুই রাজ্যকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পঞ্জাব সরকারকে শীর্ষ আদালত বলেছে, 'শস্যের গোড়া পোড়ানো এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। কী ভাবে করবেন সেটা আপনাদের বিষয়। আপনাদের কাজ। তবে এই কাজ এখনই বন্ধ হওয়া উচিত।' দূষণ নিয়ে মামলাকারীর আইনজীবী অপরাজিতা সিং আদালতে জানান, পঞ্জাবে এখনও শস্যের গোড়া পোড়ানো চলছে। দিল্লির বাতাসের গুণগত মানের চরম অবস্থার জন্য শস্যের গোড়া পোড়ানোই দায়ী। এর পরই তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী রাজ্যগুলি এই কাজ বন্ধ করার বিষয়টি মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে তা করা হচ্ছে না। এখনও শস্যের গোড়া পোড়ানো চলছে।' দিল্লির দূষণ নিয়ে এরপরই অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেয়, দূষণ নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই করা ঠিক নয়। এখানে মানুষের স্বাস্থ্য জড়িয়ে। বাতাসের গুণগত মান যেভাবে খারাপ হচ্ছে, তা মানুষের স্বাস্থ্যকে খুন করার শামিল। দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) গত এক সপ্তাহ ধরে চারশোর উপরে। যা অত্যন্ত ভয়ানক। পরিস্থিতি সামাল দিতে গাড়ির জোড়-বিজোড় নীতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ থেকে আরও খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শস্যের গোড়া পোড়ানো তো বটেই, যানবাহনের ধোঁয়াও দিল্লির দূষণের অন্যতম আর একটি কারণ। আগামী শুক্রবার এ বিষয়ে শুনানি হবে। কী ভাবে শস্যের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করা যায়, বিকল্প উপায় কী; ইত্যাদি বিষয়ে আশু সমাধানের জন্য উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং দিল্লি সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রকে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'ভয়াবহ' দূষণ নয়ডায়

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: রাজধানী দিল্লির পর এবার প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরপ্রদেশেও দূষণের মাত্রা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। রাজ্যের মধ্যে নয়ডা এবং গাজিয়াবাদের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ।এখানে বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) ৩৫৪ এবং ৩৬৪। বেশ কিছু জেলায় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দূষণ ঠেকাতে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা শুরু করেছে প্রশাসন। শহরে দূষণ পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় নয়ডায় সমস্ত স্কুল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। স্কুল না খোলা পর্যন্ত অনলাইনেই ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে স্কুলগুলিকে।

তৃণমূলের ধর্নামঞ্চের সামনে গিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে তির অনুপমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হঠাৎই তৃণমূলের ধর্নামঞ্চের সামনে হাজির বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। মঙ্গলবার রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সমালোচনায় মুখর হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নিজেকে বিজেপি প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন উপাচার্য। এমনকী, বিদ্যুৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করছেন বলেও অভিযোগ করেন অনুপম। তাঁকে শাসকদলের ধর্নামঞ্চে উপস্থিত থাকা নেতাকর্মীদের সঙ্গেও বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়।

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর পক্ষে উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা এবং রবীন্দ্রভবনের উত্তরায়ণের সামনে শ্বেতপাথরের ফলক বসানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'। তার ঠিক নীচে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদ্যুতের নাম রয়েছে। তাতে কবিগুরুর উল্লেখ নেই। তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফলক-বিতর্কে সরব তৃণমূল শান্তিনিকেতনে 'কবিগুরু মার্কেট'-এ ১২ দিন ধরে ধর্না করছে। মঙ্গলবার সেখানে আচমকা হাজির হন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অনুপম। ঢুকেই মঞ্চের সামনে থাকা রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করেন। তার পর উপাচার্যের বিরুদ্ধে একের পর এক মন্তব্য করেন তিনি। অনুপমের কথায়, 'এই ভিসি (উপাচার্য) ভণ্ড ভিসি। ইনি চেষ্টা করছেন বিজেপি সাজার। যাতে ওঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়ে, তাই এই চেষ্টা।' অনুপম আরও বলেন, 'উনি বিদ্যুৎ নন। বিশ্বভারতীর বুকে বজ্রবিদ্যুৎ। কারণ, উনি যখন থেকে এসেছেন, শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা বন্ধ হয়েছে। উনি বসন্ত উৎসব বন্ধ করেছেন। বোলপুরের মানুষ ওঁর উপর বিরক্ত। উনি নিজে বহিরাগত। না শান্তিনিকেতন সম্পর্কে ওঁর কোনও ধারণা আছে, না শান্তিনিকেতনের কোনও আবেগ বোঝেন। এমন মানুষ শান্তিনিকেতনের বুকে ভাইরাসের মতো।'

অনুপম দাবি করেছেন, আগামী ৮ নভেম্বর বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুতের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁর মেয়াদ আর বৃদ্ধি হবে না। তাঁর সংযোজন, 'ওই উপাচার্য যাওয়ার পর শান্তিনিকেতনকে গোবরজল দিয়ে শুদ্ধ করব।' তাঁর সংযোজন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পেরেছে যে, উনি বিশ্বভারতীকে যে ভাবে কালিমালিপ্ত করেছেন, বোলপুরের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন, তাতে ওঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।'

কুন্তলের ফ্ল্যাটে হানা ইডি আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় তৎপরতা বাড়াল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মঙ্গলবার সকালে ফের শহরে হানা দিতে দেখা যায় ইডি আধিকারিকদের। এদিন সকাল থেকেই সিটি সেন্টার ২-এর কাছে একটি আবাসনে চলে তল্লাশি। সূত্রে খবর, এই আবাসনেই ফ্ল্যাট রয়েছে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষের। শুধু তাই নয়, গ্রেপ্তার হওয়ার দিনও তিনি এই ফ্ল্যাটেই ছিলেন কুন্তল। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে রাজারহাটের ওই আবাসনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি আধিকারিকরা সেখানে আসেন। সেখানে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীদের কাছ থেকে কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানতে চান। এরপর তাঁরা ন'তলায় পৌঁছন। আবাসনের কর্তৃপক্ষর দাবি, এই ফ্ল্যাটে কুন্তল ঘোষ ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তবে কুন্তল গ্রেপ্তার হওয়ার পর বর্তমানে সেখানে ফ্ল্যাটের মালিক নিজেই বসবাস করছেন।

সূত্রে যে খবর মিলছে, তাতে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তেই এ দিন হানা দিয়েছেন গোয়েন্দারা। সেক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে, ফ্ল্যাট মালিকের সঙ্গে কুন্তলের সম্পর্ক, আদতে তিনিই এই ফ্ল্যাটের মালিক কি না, এই সমস্ত যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতেই আধিকারিকরা সেখানে যান। শুধু ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে কথাই নয়, ফ্ল্যাটের বিভিন্ন বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন ইডি আধিকারিকেরা। এদিকে, মঙ্গলবার ফের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দপ্তরে হাজিরা দিতে দেখা যায় বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসন অপর্ণা মৌলিককে। সোমবারও পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দিয়েছিলেন অপর্ণা। দীর্ঘ বেশ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে। এরপর এদিন ফের বিভিন্ন নথি-সহ ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন অপর্ণা মৌলিক।

মাওবাদী হামলার মধ্যেই প্রথম দফা সম্পন্ন ছত্তিশগড়ে

ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে ৭১ শতাংশ, মিজোরামে ৭৫.৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হল মঙ্গলবার। রাজ্যের ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাওবাদী উপদ্রুত ২০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে ৭০.৯ শতাংশ। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই রাজ্যে ভোট পড়েছিল ৭৭ শতাংশ। অন্যদিকে, মিজোরামে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৫.৭ শতাংশ। গত বার হার ছিল ৮১.৫ শতাংশ। এদিকে, ভোট চলাকালীনই বিস্ফোরণ হয় সুকমায়। জখম হন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। নকশাল উপদ্রুত সুকমা এলাকায় ভোট শুরুর পরপরই বিস্ফোরণ হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, এর নেপথ্যে নকশালদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের ভোট নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সকল ভোটারকে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যাঁরা প্রথম বার ভোট দিয়েছেন, তাঁদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই বার্তা তিনি দিয়েছেন মিজোরামের জন্যেও। সুকমার পাশাপাশি কাঙ্কেরে মাওবাদীদের সঙ্গে বিএসএফ এবং ডিআরজির সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় ভোটের ডিউটি করার সময় নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। পাঁচ থেকে দশ মিনিট চলে গুলির লড়াই। পরে মাওবাদীরা ঘটনাস্থল থেকে সরে যায়। তাদের বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। হামলাকারীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে প্রথম দফায় মোট ২২৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করলেন প্রায় ৪০ লক্ষ ৭৯ হাজার ভোটদাতা। পাশাপাশি মিজরামের ৪০টি আসনেও ভোটগ্রহণ হয়েছে। সেখানে ১৭৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেন সে রাজ্যের প্রায় ৮ লক্ষ ৫২ হাজার ভোটদাতা। ভোটগণনা হবে ৩ ডিসেম্বর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২০২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Sahid S/o. Md. Jahid (Father) at Somra, Balagarh–Hooghly-712123, W.B. নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Adityo Das S/o. Laxmirani Das (Mother) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি মুসলিম ধর্ম হইতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২০২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Sajid S/o. Md. Jahid (Father) at Somra, Balagarh, Hooghly-712123, W.B. নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aritro Das S/o. Laxmirani Das (Mother) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি মুসলিম ধর্ম হইতে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭২৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Probhakar Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ananta Mukherjee ও Ananta Chunilal Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৪১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Ayesha Khatun Bibi Sold nameV W/o. Sk. Muktar Ali Mondal at Abdulpur, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayesa Bibi Snew nameV নামে পরিচিত হইয়াছি। Ayesha Khatun Bibi & Ayesa Bibi W/o. Sk. Muktar Ali Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৩৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rana Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Syamal Bhusan Chatterjee ও Shyamal Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৫৭ নং এফিডেভিট বলে Brahma Nanda Sarkar S/o. Lt. S. Sarkar ও Brahmananda Sarkar S/o. Late Satish Chandra Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি শুভ্রা কর, স্বামী- পাঁচু গোপাল কর, মাঝের পাড়া, বাগজী লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ৪-৫-২০২৩ এক্সিকিউটিভ, ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্টের এফিডেভিটে শুভ্রা কর ও ঝুনুরানী কর উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

Change of Name

I, **Badal Kumar Roy** S/o Late **Nagendra Nath Roy,** residing at 20/8 Rabindra Nagar, P.S.-Kotwali, P.O.: Midnapore, Dist.-Paschim Medinipur, PIN : 721101 have changed my name from **BADAL ROY** to **BADAL KUMAR ROY** for all purposes vide Affidavit No. 9981 dated 30/06/2023 before 1st Class Judicial Magistrate at Midnapore, Paschim Medinipur. That **BADAL KUMAR ROY** and **BADAL ROY** both are same and one identical person i.e. myself & henceforth my actual/correct name with surname is **BADAL KUMAR ROY** for all purposes.

Change of Name

I, **Munmun Chowdhury** D/o Subrata Chowdhury residing at Rabindra Nagar, P.S.-Kotwali, P.O.: Midnapore, Dist.-Paschim Medinipur, PIN : 721101 have changed my name from **MUNMUN SAHOO** to **MUNMUN CHOWDHURY** for all purposes vide Affidavit No. 16769 dated 07/11/2023 In the Court of the 1st Class Judicial Magistrate, Midnapur Sadar. That **Munmun Chowdhury** and **Munmun Sahoo** both are same and one identical person i.e. myself & henceforth my actual/correct name with surname is **Munmun Chowdhury** for all purposes.

CHANGE OF NAME

I, **ANITA JAIN,** residing at 227/2, A.J.C Bose Road, L R Sarani, Kolkata- 700020 have changed my name from **"ANITA DEVI SURANA** to **ANITA JAIN"** on behalf my Husband, Children and Remitters issue, I wholly renounce and abandon my previous name **ANITA DEVI SUARANA** vide an Affidavit, sworn before the C.M.M Court, Kolkata on 01.11.2023. By virtue of this Affidavit I shall be known as **"ANIT JAIN"** instead of **"ANITA DEVI SURANA". So "ANIT JAIN"** and **"ANITA DEVI SURANA"** is the same and one identical person.

Change of Name

I, **Anubha Rani Roy** W/o **Badal Kumar Roy,** residing at 20/8 Rabindra Nagar, P.S.-Kotwali, P.O.: Midnapore, Dist.-Paschim Medinipur, PIN : 721 101 have changed my name from **ANUVA ROY** to **ANUBHA RANI ROY** for all purposes vide Affidavit No. 9982 dated 30/06/2023 before 1st Class Judicial Magistrate at Midnapore, Paschim Medinipur. That **ANUBHA RANI ROY** and **ANUVA ROY** both are same and one identical person i.e. myself, & henceforth my actual / correct name with surname is **ANUBHA RANI ROY** for all purposes.

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. NIT NO. 29/ CFC UNTIED 2023-24 (2nd CALL) visit www.wbtenders.gov.in and Sealed TendersNIT NO. 028/DIG/ 2023-24, Last date of submission accordingly **16.11.2023 up to 11a.m and 3 p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই নভেম্বর। ২১ শে কার্তিক। বুধ বার। দশমী সকাল ৭/৫১ র পরে একাদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি।অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শ্বশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আগামীকাল বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেড়বে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না ,আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূলবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি।গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন। লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে। এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপর অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কিকরে আসবে। আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বোরো আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। । মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যপালের কাছে আটকে থাকা বিল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের কাছে রাজ্যের পেশ করা মোট ২২টি বিল আটকে রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বিল আটকে রাখা নিয়ে রাজ্যপালের সমালোচনায় সরব রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এটা ঠিক নয়। জনগণের জন্য বিল পেশ হয়, তার মর্যাদা রাজ্যপালের দেওয়া উচিত। বিল আটকে রাখার অধিকার নেই। কোনও সুপারিশ থাকলে সেই সুপারিশ সমেত বিল ফেরত পাঠাতে উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের।'

উল্লেখ্য,প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পার্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের বিল আটকে রাখা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে বিধানসভা থেকে বিল এলে দ্রুত তার কাজ শুরু করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা করলে তবেই কাজ শুরু হবে এটা ঠিক নয়।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিল থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে। বহুবার এই দাবি করছে রাজ্য সরকার। এমনকী, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালের বিরোধিতা করতে শোনা গিয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও রাজ্যপালের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। যদিও, দু'দিন আগেই পুজোর বিজয়া সারতে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করা হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে বার্তা পৌঁছে দিতে রাজ্যপাল সাহায্য করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজ্য-রাজ্যপাল মিঠে কড়া সম্পর্কের মাঝেই আটকে থাকা বিল সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকারের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ধৃত ২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইছাপুর নবাবগঞ্জ এলাকায় একটি অফিস থেকে খোয়া গিয়েছিল কম্পিউটার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ সোমবার গভীর রাতে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম দেবাশিস দাস ওরফে বাপ্পা ও রণজয় দাস। বাপ্পার বাড়ি ইছাপুর নবাবগঞ্জ ব্রিকফিল্ড এলাকায় এবং রনজয় নবাবগঞ্জ ময়রাপাড়ার বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতদের কাছ চুরি যাওয়া কম্পিউটারও উদ্ধার করেছে। এই চুরির ঘটনার আর কেউ জড়িত কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক পালন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন অর্থাৎ সিভিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই বছরের ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক পালন করার। সেই অনুসারে 'দুর্নীতিকে না বলুন, জাতির প্রতি দায়বদ্ধ হোন', এই অঙ্গীকার নিয়ে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের তরফ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১১টায় কলকাতার সদর দফতর এবং ব্যাঙ্কের ৫৮৭টি শাখা, ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২৭২১ জন কর্মীর সততার শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ৩০ অক্টোবর ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ছবিতে মাল্যদানও করা হয়। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ব্যাংকে কর্মরত সকল কর্মচারীদের জন্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক উপলক্ষে ব্যাংকের তরফ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, হোর্ডিং ও পোস্টার লাগানো হয়। এছাড়াও এই সচেতনতার বার্তা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে ওয়াকাথন এবং পথ নাটকের আয়োজন করা হয়, যার উদ্যোগ নেয় ১১ টি আঞ্চলিক অফিস। বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের চেয়ারম্যান জোসেফ লরেন্স টোবিয়াস গত ৩ নভেম্বর এই ওয়াকাথনে অংশও নেন।

কালীপুজো ও দীপাবলি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কড়া নজরদারি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বোচ্চ স্তরের কড়া নজরদারি এবং প্রশাসনের সার্বিক প্রয়াসে শান্তিপূর্ণ ভাবেই রাজ্যে দুর্গাপুজো উদযাপিত হয়েছে। এবার কালীপুজো এবং দীপাবলির উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাই প্রশাসনের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। কলকাতা শহরে প্রায় ২৭০০ কালীপুজো হয়।

কালীপুজোতে দুর্গাপুজোর মতোই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে সুস্থ থাকে তা নিয়ে দফায় দফায় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ। শব্দবাজি রুখতে কি করনীয় তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। শহরে শব্দবাজি যাতে কোনওভাবেই না ফাটে সেদিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি ময়দানে শুরু হওয়া বাজির বাজারে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কালীপুজোতে চাঁদার জুলুমের অভিযোগ এলে যাতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা সে ব্যাপারে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোয় কলকাতা পুলিশ ফোর্স যেভাবে লক্ষ লক্ষ জনশ্রুত সামলে প্রশংসা কুড়িয়েছে সেই সুনাম কালীপুজো এবং দেওয়ালি ও ছট পুজোতে যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে।

এলাকায় এলাকায় শব্দবাজি যাতে বিক্রি না হয় তার ওপর নজরদারি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বাবুঘাট ও শহরের এন্ট্রি পয়েন্টগুলিতে নাকা চেকিং জোরদার করা হচ্ছে। কালী পুজোয় শব্দবাজি রুখে দেওয়া কলকাতা পুলিশের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশবান্ধব স্বীকৃত বাজি চিনতে কিউআর কোড ব্যবহার করার কথা। সে বিষয়টি মানা হচ্ছে কিনা তাও দেখবে পুলিশ।

রাজ্যে পড়ুয়াদের কাজের সুযোগ কতটা, সমীক্ষা করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে পড়ুয়ারা কতটা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্য সরকার তা সমীক্ষা করবে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই অ্যাকাডেমিক অডিটের কাজ করবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। অডিট শেষে সেই রিপোর্ট উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে জমা দিতে হবে।

বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে বিপুল টাকা খরচ করে কোর্স করলেও পড়ুয়ারা অনেক সময় কোর্স উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। চাকরি পেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরেই এরকম একটা অভিযোগ উঠে আসছিল। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের এই পদক্ষেপের জেরে কলেজগুলো সময় উপযোগী কোর্স করতে উদ্যোগ নেবে, পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোর্সগুলোকে আপডেটও করতে পারবে। এমনটাই দাবি, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অডিটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

দেশের মানুষ অভিষেকের দিকে তাকিয়ে আছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশের মানুষ অভিষেকের দিকে তাকিয়ে আছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়াগড়ে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি জানান, বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হল। অভিষেকের লড়াই যাতে দেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করতে পারে। তার জন্য ঠাকুরের কাছে তারা ওর দীর্ঘায়ু কামনা করছেন। সাংসদের দাবি, বাংলার জনতাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের মসনদে দেখার জন্য মুখিয়ে

আছেন। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে এদিন সাংসদ বলেন, 'সিপিএমের অত্যাচার ভোলার নয়। কিন্তু মামুদপুরের মানুষ লড়াই করতে জানেন। বাম জমানায় এখানকার মানুষ সিপিএমের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন।' সাংসদের দাবি, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পগুলো মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন মামুদপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, মহম্মদ মোরাজি প্রমুখ।

কলকাতা শিয়ালদহের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম ও শিয়ালদহ বিভাগের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মঙ্গলবার শিয়ালদহ-সোনারপুর সেকশনের মধ্যে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ, সিগন্যালিং এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা, লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করলেন। জানা গিয়েছে, এটা রুটিন মাফিক নিরাপত্তা পরিদর্শন।

গ্রামীণ এলাকায় পর্যটনকেন্দ্রগুলোর পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ওই সব এলাকার হোটেল, হোমস্টে এবং রিসর্টে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পঞ্চায়েত দপ্তর সমীক্ষা করেছে। পুজোর আগেই ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাহায্য এই সমীক্ষার কাজ করা হয়।

সমীক্ষায় হোমস্টে এবং রিসর্টে সেপটিক ট্যাংকের সঙ্গে সোকপিটের সংযোগ আছে কি না, পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সঠিকভাবে আলাদা করা হয় কি না ইত্যাদি এই সমীক্ষায় দেখা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র এবং সেখানকার হোটেল, হোমস্টে এবং রিসর্টগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ প্রচার অভিযানও চালানো হয় বলে পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হোটেল ও হোমস্টে গুলিকে সেফ স্যানিটেশন শংসাপত্র দেওয়া হবে। আগামী দিনে এই সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের উপর নির্ভর করে পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ২ অক্টোবর পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেও লোকশিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠানও করে পর্যটন দপ্তর। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ৫৫৬টি পর্যটন কেন্দ্র ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি (ওডিএফ) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে হোটেল, হোমস্টে এবং রিসর্টের সংখ্যা।

পর্যটকদের ভিড়ও বাড়ছে প্রতিটি স্পটে। এই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র অধিকাংশই রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায়। তাই এবার এই সমস্ত পর্যটনকে নির্মল করতে রাজ্যের এই উদ্যোগ।

সাধক কৃষ্ণানন্দের হাতেই আত্মপ্রকাশিত দেবী দক্ষিণাকালীর সাকার রূপ

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণা কালীর আরাধনা সর্বাধিক হয় কালীপূজার দিনে। যদিও বাংলায় মা কালীর বাঙালি রূপে পরিণত হওয়ার পেছনে রয়েছে এক আশ্চর্য্য কাহিনি। ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে নদিয়ার নবদ্বীপে ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলাতে একজন মহান কালী সাধকের জন্ম হয়। ওই কালী সাধকের নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিস। তাঁর জীবিতকালে অভিভক্ত বাংলা তথা অখণ্ড ভারতে তখনও দেবী কালীকে অতি উগ্র স্বভাবা দেবী হিসেবে পুজিতা হতেন। যদিও কোন গৃহী তার গৃহে মায়ের উপাসনা করত না। তখনও মায়ের নির্দেশে দেবী কালীর কোনও সাকার রূপ তৈরি হয়নি। তখন দেবীর পূজা হতো যন্ত্র মাধ্যমে তান্ত্রিক ক্রিয়াতে, কোথাও শিলা খন্ডে বা গহর অরণ্যে, গ্রামের মোড়ে অথবা কোন নদী উপকূলে। তখনও দেবী কালী বাঙালীর ঘরের আপন মেয়ে হয়ে উঠতে পারেনি এই বাংলায়।

তন্ত্র সাধকের থেকে অতীত ইতিহাসের সূত্র ধরে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মহান সাধক কৃষ্ণানন্দর ইচ্ছা ছিল দেবীকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে জন সমক্ষে নিয়ে আসতে। তবে তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন মাতৃমূর্তির রূপ কি প্রকারের হতে পারে। যতই দিন যাচ্ছিল সাধক কৃষ্ণানন্দ শুধুমাত্র মায়ের সাকার রূপ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। দিন রাত ধরে শুধু মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা 'মা তোমার সাকার রূপে দর্শন দাও'। সন্তানের আকুতি ফেলতে পারলেন না দেবী। অমাবস্যার এক রাতে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় দৈব বাণী পেলো কৃষ্ণানন্দ। দৈববানী জানালো 'আজকের এই মহানিশার অবসান ঘটলে প্রাতঃমুহূর্তে তুই প্রথম যে নারীমূর্তি দর্শন করবি সেই মূর্তিই হবে ইচ্ছাময়ীর যথার্থ সাকার মূর্তি'। পরের দিন ভোরে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন তারই গ্রামের এক দরিদ্র বধূ গাছের গুঁড়ির উপর স্থির চিত্তে ঘুঁটে দিচ্ছেন। বাঁ হাতে গোবরের মস্ত তাল আর ডান হাত উঁচুতে তুলে ঘুঁটে দিচ্ছে সে। দৃশ্যমান ওই নারী একজন কন্যা। তাঁর গাত্রবর্ণ কালো। দেহের বসন আলুথালু ও পিঠে আলুলায়িত কেশ। তাঁর কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুর লেপ্টে রয়েছে। এ হেন অবস্থায় একজন পরপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই গ্রাম্য বধূ। ওই রমনীকে দেখেই তাঁর ছবিটিই নিজের মানসপটে এঁকে গঙ্গামাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের এই মূর্তিই পরবর্তীতে দুই বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল দক্ষিণা কালীর সাকার রূপে। এভাবেই ভক্তের ইচ্ছা অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর নিজের রূপের নিরাকার রূপের পরিবর্তন করে সাকার রূপে এলেন। তাঁর হাত দিয়ে এই রাজ্যে আপামর বাঙালির কাছে ফুটে উঠেছে মা দক্ষিণা কালীর সাকার রুপ।

এই বিষয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দশম বংশধর সমীর আগমবাগীশের শিষ্য রাকেশ গঙ্গোপাধ্যায় (তন্ত্র সাধক) বলেন, 'অতীতে যন্ত্রের মাধ্যমে শ্মশানে মায়ের আরাধনা হত। তখনও কোনো সাকার রূপ ছিল না মায়ের। কৃষ্ণানন্দ মায়ের আদেশ পেয়ে মায়ের সাকার রূপ দান করেন। তিনি যে স্তোত্রটি লেখেন তাতে মায়ের এই সাকার রূপের বর্ণনা করেছেন। তারপর থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের রূপের ভিন্নতা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও কৃষ্ণানন্দের সময় আগম তন্ত্রে মায়ের পায়ের নিচে সদাশিব ও মহাকাল অধিষ্ঠান করতেন। যা এখন একটাই শিবের মূর্তি দেখা যায়। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রের ৬৪ টি ভাগকে একত্রিত করে বৃহৎ তন্ত্রসার গ্রন্থের রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ প্রায় ৫২৮ বছর পূর্বে সাধনা করতেন। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন।'

এই রাজ্যে সর্বাধিক পুজিতা হন দক্ষিনা কালি অর্থাৎ শ্যামা কালী। যদিও তিনি জানান লোকেদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে যে শ্যামা কালীর দক্ষিণ মুখে বসে বলে তাকে দক্ষিনা কালী বলা হয়। আদতে সেটা ঠিক নয়। মূলত মায়ের ডান পদ এগিয়ে থাকে বলেই তাকে দক্ষিণা কালী বলে। আর বাম পদ এগিয়ে থাকলে তাকে বামা কালী বলে। তিনি বলেন, আজ থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে গৃহীর বাড়িতে কালী পুজো হত না। মূলত শ্মশানে যন্ত্রের মাধ্যমে পুজা সম্পন্ন হতো। এরপর সাধক কৃষ্ণানন্দর মাধ্যমে মায়ের সাকার রূপ প্রকাশ্যে আসার পর থেকে শ্যামাকালী, বামাকালী, রক্ষাকালী ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে বর্তমানে মানুষের গৃহে মায়ের আরাধনা চলছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২১ কার্তিক, ১৪৩০, বুধবার

রেশন কেলেঙ্কারি মামলায় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আরও এক ডায়েরি ইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন কেলেঙ্কারি মামলায় মেরুন ডায়েরি, তিনটি নোটবুকের পর এবার আরও এক ডায়েরি ইডির তদন্তকারীদের হাতে। ইডি সূত্রে খবর, বাকিবুর ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর কাছে থেকে ওই ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে জানিয়েছেন, বাকিবুরের নির্দেশে একাধিক গমকল থেকে আটা তৈরি হওয়ার পর সরকারি খাদ্যসামগ্রীর ২০ থেকে ৩০ শতাংশ খোলা বাজারে বিক্রির জন্য সরিয়ে ফেলা হতো। ইডির দাবি, ওই ব্যবসায়ী তাঁর বয়ানে এও জানিয়েছেন, কম দামে রেশনের গম কিনে নেওয়া হত। পরবর্তীতে আটা তৈরি করে খোলা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা আসত।

পাশাপাশি ইডি সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, লেনদেনের হিসাব-সহ একাধিক গমকলের তালিকা রয়েছে ওই ডায়েরিতে। আটা তৈরি হওয়ার পর খোলা বাজারে বিক্রি করার আগে তা প্যাকেটজাত করতে পাঠানো হত সেখানে।

প্যাকেজিং কোথায় কোথায় হতো তারও বেশ কিছু সন্ধান মিলেছে ওই ডায়েরি থেকে। আর এরই রেশ ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে যে, প্যাকেজিংয়ের পর সেই আটাই চড়া দামে বিক্রি করা হত খোলা বাজারে। আর এই বিক্রির লভ্যাংশ পৌঁছে যেত বাকিবুর ও তাঁর সহযোগীদের কাছে। এই ডায়েরির তথ্য সামনে আসছে বেশ কয়েকজন মিল মালিক, প্যাকেজিং সংস্থার নামও। এখন তাঁদেরই সন্ধানে নামছেন ইডি আধিকারিকরাও।

প্রসঙ্গত, এর আগে একটি মেরুন ডায়েরির খোঁজ মেলে। প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়ি থেকে মেলে সেটি। ইডি সূত্রে খবর, সেখানে একেবারে তারিখ ধরে টাকার হিসাব লেখা। কবে কত টাকা কার থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই ডায়েরিতে 'বালুদা' বলে জনৈকের নামও লেখা রয়েছে। এবার সামনে এল আরও এক ডায়েরি। এই ডায়েরি থেকে নতুন কী তথ্য আসে তারই অপেক্ষায় সকলে।

জ্যোতিপ্রিয়র টাকাতেই ২০ লাখের ফ্ল্যাট কেনেন পরিচারক রামস্বরূপ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেষ্টপুরের প্রফুল্ল কাননে ২০ লাখ টাকার ফ্ল্যাট রয়েছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিচারক রামস্বরূপ শর্মার। দু'বছর আগে কেষ্টপুরের প্রফুল্ল কাননে ফ্ল্যাট কেনেন রামস্বরূপ। তবে এই ফ্ল্যাট কিনতে টাকা যে দিয়েছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই তা জানিয়েছেন রামস্বরূপ স্বয়ং। সঙ্গে এও দাবি করেন, এই টাকা তিনি নিয়েছেন ধার হিসেবেই। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫ লাখ টাকা শোধও করা হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, কলেজ স্ট্রিটেও বাড়ি আছে তাঁর। সেই বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। সপ্তাহে এক বা দু'দিন এই ফ্ল্যাটে আসেন। তবে রামস্বরূপের এই ফ্ল্যাটটি আপাতত তালাবন্ধ।

এদিকে ইডির স্ক্যানারে জ্যোতিপ্রিয়র যে তিন সংস্থা, তার মধ্যে একটির ডিরেক্টর তিনি। শুধু তিনি নন, নাম আছে তাঁর মা ও স্ত্রীর। ঠিক যেমন বালুর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক অভিজিৎ দাসের মা ও স্ত্রীর নাম ছিল বাকি দুই সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে। রামস্বরূপের উত্থানের গল্প তিনি নিজেই জানিয়েছেন। বিহার থেকে এসে কলেজ স্ট্রিটে সেলুন খোলেন। সেখানেই থাকতেন রামস্বরূপ। আর এই এলাকাতেই পুরনো বাড়ি ছিল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। প্রথমে রামস্বরূপ 'দাদা' হিসাবেই ডাকতেন জ্যোতিপ্রিয়কে। সঙ্গে তাঁর ছোটখাটো কাজও করে দিতেন। আর এই সবের সূত্র ধরেই জ্যোতিপ্রিয়র আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন রামস্বরূপ।

পরে জ্যোতিপ্রিয়র ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে রামস্বরূপের ওপরেও আস্থা বাড়তে থাকে। একসময় বালুর বাড়িতে পরিচারক হিসাবে জায়গা পান কলেজ স্ট্রিটে সেলুন চালানো যুবক। পরে কৃষি দপ্তরে গ্রুপ ডি' অস্থায়ী কর্মী হিসেবেও কাজ পান এই রামস্বরূপ। যদিও রামস্বরূপ এখনও তিনি সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বালুর বাড়িতে থাকেন। তিনি বালুকে এখন আর প্রকাশ্যে 'দাদা' ডাকেন না। মন্ত্রীমশাই এখন 'সাহেব'। তবে মন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেও এখনও নিয়মিত তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাফাইয়ের কাজ করে আসেন। তারপর যান অফিস।

ধান কেনাতেও কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত পাচ্ছে ইডি, হতে পারে নয়া মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক আটাকল, গমের গোডাউনে হানা দিয়েছে ইডি। আর এই হানা দেওয়ার ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্যও সামনে এসেছে। এবার রেশন দুর্নীতিতে তদন্তে নেমে গমের সঙ্গে মিশল ধানও। আর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই খাদ্য দুর্নীতি নিয়ে নতুন মামলা দায়ের করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি, এমনটাই সূত্রে খবর।

এই প্রসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে নেমে সামনে এসে পড়েছে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা নিয়ে বড় এক দুর্নীতির ঘটনাও। যে সব তথ্য এবং অভিযোগ ইডি-র আধিকারিকদের হাতে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে দালালদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনেছেন মিল মালিকরা। পরে কৃষকদের ভুয়ো নাম তালিকা তৈরি করে সমবায়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে টাকা। এক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি মিল মালিকরা কমপক্ষে ২০০ টাকা করে লাভবান হয়েছেন বলেও অভিযোগ। সামগ্রিক ভাবে এই দুর্নীতির পরিমাণ কয়েকশো কোটি বলেও মনে করছে ইডি। এই ইস্যুতে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে নিউ মার্কেট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল বলে সূত্রে খবর। আর তার তদন্তে নেমেছিল সিআইডি। এই সময় খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পরে তিনি বন দপ্তরের দায়িত্বে চলে আসেন। ফলে সেই তদন্তের কী অবস্থা তা খাদ্য দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী জানেন না বলেই ইডির কাছে জানিয়েছেন তিনি। অন্তত ইডি সূত্রে এমনটাই খবর মিলেছে। এবার এই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে এবার নতুন মামলা দায়ের করতে চলেছে ইডি।

নতুন পিপি দেবাশিস রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নতুন পাবলিক প্রসিকিউটার হলেন দেবাশিস রায়। তিনি শাশ্বত গোপাল মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় এলেন। ছ'বছরের বেশি সময় শাশ্বতবাবু, কলকাতা হাইকোর্টে পিপি পদে ছিলেন। হাই কোর্টে ফৌজদারি কার্যবিধির সব মামলার দেখভালের দায়িত্বে থাকেন পিপি। আদালতের সংক্রান্ত আইন বিভাগের অনেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তও তাঁকে নিতে হয়। গত কয়েক বছরে নানা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রাজ্যের হয়ে শাশ্বতকে দেখা গিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটকাণ্ড, নারদ স্টিং অপারেশন, বগটুইকাণ্ডের একটি মামলা এবং লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় তিনি পিপি ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর প্রাথমিকের টেট

নিরাপত্তা বাড়াতে পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্টের কথা ভাবছে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১০ই ডিসেম্বর রয়েছে প্রাথমিকের টেট। এবার টেটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে চায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সে কারণে এবার বাড়তি কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে হ্যান্ড মেড মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার ও পরীক্ষার্থীদের ফ্রিস্কিং করা। তবে এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও এক ধাপ এগোতে চায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

পর্ষদ সূত্রের খবর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে এবার পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করতে চায় পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে খবর আপাতত গোটাটাই পরিকল্পনা স্তরে রয়েছে। যদিও প্রাথমিকের টেটে যখন আবেদনপত্র নেওয়া হয়েছে তখন আধার কার্ডের কপিও নেওয়া হয়েছিল। সেই আধারে রয়েছে পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তার সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীদের অর্থাৎ আশা

পরীক্ষার্থীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হতে পারে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আসল পরীক্ষার্থী না নকল পরীক্ষার্থী তা বুঝে যাওয়ার আরও একটা পথ খোলা থাকছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সামনে।

যদিও এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার ক্ষেত্রেও বড় প্রতিবন্ধকতা হল অর্থ। কারণ, এতে বিপুল খরচ হতে পারে। ফলে খরচের হিসেব ভাবাচ্ছে পর্ষদকে। এদিকে গতবারের মতো এবারও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ঢোকা ও বেরোনোর জায়গায় সিসিটিভি বাধ্যতামূলকভাবে লাগাতে চলেছে। এর পাশাপাশি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করলে আরও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বলেই মত পর্ষদের আধিকারিকদের। পর্ষদ সূত্রে খবর চলতি সপ্তাহের মধ্যেই পর্ষদ নিরাপত্তার ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। অন্য দিকে কীভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিকের টেট আগামী ১০ই ডিসেম্বর নেওয়া হবে সেই বিষয়ে গাইডলাইন প্রস্তুতির কাজও শুরু করেছে পর্ষদ।

কালী-খ্রিস্টে ভেদ ঘুচিয়েছে বউ বাজারের ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি

শুভাশিস বিশ্বাস

৯০৫ বঙ্গাব্দ। ইতিহাস বলে তখনও খাতায় কলমে শহর কলকাতার জন্ম হয়নি। ভাগীরথী নদী আর তাকে ঘিরে কিছু খাল আর এক অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চল ছিল এখনকার এই মধ্য কলকাতা। আর এই বনেই হোগলা পাতার ছাউনিতে ছিল শিব ও শীতলার মন্দির। সেখানেই পরে প্রতিষ্ঠিত হয় মাটির কালীমূর্তি। যে কালীমূর্তি আজ সবার কাছে পরিচিত ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি বলেই। ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তিটি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা ঠাকুরানি' নামে পূজিত হন। তবে আজও মন্দিরের গায়ে স্থাপনের সন হিসেবে খোদাই করা রয়েছে ৯০৫। ওই সাল বঙ্গাব্দ ধরলে পাঁচশোরও বেশি বয়স হয় মন্দিরের। তখন বউবাজার এলাকা ছিল শ্মশান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। এই শ্মশানেই থাকতেন তন্ত্রসাধক শ্রীমন্ত পণ্ডিত। তিনিই জঙ্গলের মধ্যেই শিব এবং কালীপুজো করতেন। সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিলেন এই মন্দির। পরবর্তী সময়ে সেখানে গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয়দের বসতি। কালের বিবর্তনের সঙ্গে গোড়াপত্তন হয় কলকাতা নগরীর। নির্জনতা কমতে থাকে। শুরু হয় যানবাহন চলাচলও। আর তারই ফলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বসতি। বাড়তে থাকে ফিরিঙ্গিদের বসবাস। এই সূত্র ধরেই এখানে এসে হাজির হন পর্তুগিজ ব্যবসায়ী হেন্সম্যান অ্যান্টনি। যিনি পরে পরিচিতি পান অ্যান্টনি কবিয়াল নামে। জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর টান ছিল প্রগাঢ়। আর এই টান থেকেই তিনি শেখেন বাংলা ভাষাও। পাঠ করেন বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থও। তবে হিন্দু ধর্মে আসক্ত হলেও নিজের ধর্মত্যাগ করেননি অ্যান্টনি। উনিশ শতকে পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত কবিয়াল অ্যান্টনি হেন্সম্যান এই দেবস্থানে এসেই বুঝেছিলেন, আসলে খ্রিস্ট আর কৃষ্ণ অভিন্ন। বাংলাকে ভালবেসে বাংলাভাষার আঙিনায় ঢুকে ভিনদেশি কবি দেবী কালিকার উপাসক হয়ে যান। শুধু তাই নয়, অ্যান্টনি এক কবিয়াল হয়ে নিজেকে সর্ব ধর্মের উর্ধ্বেও নিয়ে যান। তাঁরই হাত ধরে আজও সব ধর্মের সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে চলেছে মধ্য কলকাতার 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা ঠাকুরাণীর মন্দির'। পাশাপাশি অ্যান্টনি কবিয়ালের কর্মকাণ্ডে তাঁর নামও পরতে পরতে জড়িয়ে যায় এই মন্দিরের সঙ্গেই। আর তা থেকেই বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের এই মন্দিরকে সবাই চেনেন ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি নামেই।

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা কে তা স্পষ্টভাবে না জানা গেলেও অনেকেরই ধারনা, এই কালীবাড়ি তৈরি হয়েছে অ্যান্টনি কবিয়ালের হাতে। তিনি মামার বাড়িতে এলে এই মন্দিরে আসতেন সাধনা করতে। এরপর বাঙালি বিধবা সৌদামিনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পরই সৌদামিনীই নাকি অনুপ্রেরণা দেন এই মন্দির গড়ার। স্ত্রীয়ের অনুপ্রেরণাতেই নাকি পরবর্তীকালে এই শিবমন্দিরেই তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে দেবী কালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরাও এসে পুজো দিতেন এই জাগ্রত মন্দিরে। তবে এই দাবি অনেকেই মানতে চান না। এদিকে ঐতিহাসিক রাধারমণ মিত্রও তাঁর 'কলকাতা দর্পণ' বইয়ে লিখেছেন, 'অ্যান্টনি কবিয়ালের সঙ্গে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি অপপ্রচার।'

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই মন্দির সম্পর্কে যে তথ্য মিলছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীমন্ত পণ্ডিত এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় ১৮৮০ সালে শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬০ টাকায় দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে মন্দিরটি বিক্রি করে দেন। আর এই শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারীরাই এখনও মন্দিরের সেবায়েত।

ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি একটি চাঁদনি স্থাপত্যের মন্দির। এই মন্দিরের কালী মূর্তিটি মাটির তৈরি। বিগ্রহটি উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। বিগ্রহটি সবসনা। ত্রিনয়নী সুদর্শনা। মন্দির সংলগ্ন শিবের মন্দিরটি আটচালা। ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে দেবীর পাশেই রয়েছেন অষ্টধাতুর দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর মূর্তি, মনসা এবং নারায়ণ শিলা। মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীপুজো ও প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজোও হয়। আর কালীপুজোর দিন সকালে দেবীর যজ্ঞ ও পুজো সম্পন্ন হয় আর রাতে অমাবস্যার মূল পুজোর সময়ও যজ্ঞ হয়। অর্থাৎ একই দিনে দু'বার যজ্ঞ হয় এই কালীবাড়িতে। অমাবস্যার ভোগে থাকে খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, তরকারি, পায়েস ইত্যাদি। হয় অন্নকূট ভোগ।

শোনা যায়, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির মা রাবড়ি খেতে ভালোবাসেন। তাই কালীপুজোর ভোগে রাবড়ি দিতেই হয় মাকে। এইভাবে রীতিনীতি মেনেই পুজো হয় ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে। আগে পশুবলি হলেও এখন আর তা হয় না। তবে চালকুমড়ো ও আখ বলি হয় ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে। এখনও পুজো হয় সম্পূর্ণ বৈদিক মতে। তবে বর্তমানে মন্দিরের ৬ শরিক। সেই অনুযায়ী পালা পড়ে। পালা যারই পড়ুক না কেন, এ বছরও যাবতীয় আচার মেনেই সম্পন্ন হবে কালীপুজো।

সাফাই বাবদ টাকা নেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুরকর দেওয়া সত্ত্বেও, নাগরিকদের থেকে জঞ্জাল সাফাই বাবদ ২০ টাকা নিচ্ছে গারুলিয়া পুরসভা। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার গারুলিয়া পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। ড্র

এদিন বিকেলে গারুলিয়ার পিনকল মোড় থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা মিছিল শুরু করে মেন রোড ধরে তারা পুরসভার সামনে মিছিল শেষ করেন। তারপর পুরসভার সামনে বসে পড়ে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি, সহ-সভানেত্রী জিনিয়া চক্রবর্তী, গারুলিয়ার মন্ডল সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের পুরসভাগুলো দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ কর দিচ্ছেন। অথচ সাফাই বাবদ গারুলিয়া পুরসভা নাগরিকদের থেকে অতিরিক্ত ২০ টাকা নিচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হল। অন্য দিকে বিজেপির জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং বলেন, 'সাফাই বাবদ ২০ টাকা নেওয়া ছাড়াও গারুলিয়া পুরসভায় নানা বেনিয়ম হচ্ছে। তার অভিযোগ, রাস্তা তৈরি হওয়ার আগেই ঠিকদারদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।'

রেলের যন্ত্রাংশ চুরি করে বিক্রি, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রেলের যন্ত্রাংশ মিনি ট্রাকে বোঝাই করে এক স্ক্র্যাপ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নৈহাটির আরপিএফ থানার পুলিশ মঙ্গলবার বেলায় নৈহাটি থানার হাজিনগরে ওই ব্যবসায়ীর গোডাউনে হানা দেয়। সেখান থেকে ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাউ, মিনি ট্রাকের চালক-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। চুরি হওয়া ট্রাক ভর্তি রেলের যন্ত্রাংশ রেল পুলিশ উদ্ধার করেছে। রেলের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা রেলপুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সম্পাদকীয়

‘সহজ পাঠ’ বামফ্রন্টের বিশল্যকরণী হয়ে উঠল

দুর্গোৎসব উপলক্ষে, বামফ্রন্ট ‘উৎসবের মরসুমে দিনবদলের বর্ণপরিচয়’ ব্যাখ্যা দিয়ে লড়াইয়ের সহজ পাঠ নামে একটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। নন্দলাল বসুর লিনোকাটের নকলে সাদা-কালো ছবি দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দু’ছত্রের ছড়ার আদলে লেখা হয়েছিল প্রতিবাদের নানা ছড়া। কয়েকটি নমুনা; ‘ছোটো খোকা শেখে অ আ/ হক কথা সোচ্চারে কওয়া।’ ‘মুঠো হাতে এ ঐ/চাকরিটা আনবই।’ ‘খুকি ঞ, খিদে পায়/ ফসলের দাম চায়।’ রাজনৈতিক বাতাবরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঠেস, ‘ম চালায় ডাকাতদল/ রাজ্য জুড়ে কলরোল।’ আর সম্ভবত বামফ্রন্টের বর্তমান অবস্থা তথা অবস্থানের প্রেক্ষিতে উঠে আসে; ‘য র ল ব বসে ঘরে/ প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত করে’ এবং ‘শ ষ স বাদল দিনে/ মিছিলে যায় দাবি চিনে।’ আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই, তা হলে দেখব, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের ঘোষণা অনুসারে, ১৯৭০ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগকে পাঠ্যতালিকায় আনা হয়। এর পর ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সহজ পাঠ বাদ দিয়ে এক নতুন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ চালুর কথা ওঠে। শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। পরিশেষে প্রবল বিরোধের মুখে সরকারি সিদ্ধান্তে ১৯৮১-এর শিক্ষাবর্ষে নতুন বই কিশলয় আসে এবং সহজ পাঠ-ও থাকে। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অনিলা দেবী, প্রমোদ দাশগুপ্তরা তখন সহজ পাঠ-এর বিকল্প গ্রন্থ আনাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন সুকুমার সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, সোমেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণা কৃপালনী, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অম্লান দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিরোধিতা করেছিল যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা, তাদের ভূমিকাও স্মরণীয়। সহজ পাঠ বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে বামফ্রন্ট যুক্তি দেয় যে, সহজ পাঠ-এ যথেষ্ট সমাজ সচেতনতা নেই। আছে এক সামন্ত-সমাজের ছবি। সেই সময় অনিলা দেবী বলেন, পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার উপযোগী বৈচিত্র, এই বইয়ে নেই। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে বলেছিলেন যে, সহজ পাঠ শিশুদের গঠনে যথেষ্ট নয়। প্রবল বিরুদ্ধতার সামনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রসিকতা করে বলেছিলেন; এত রবীন্দ্রভক্ত রয়েছে তিনি জানতেন না। চার দশকের ব্যবধানে সময়ের কী অসামান্য পরিহাস, রবীন্দ্রনাথের সেই সহজ পাঠ, যার মধ্যে বামেরা সেই সময় কোনও রকম ‘সমাজ সচেতনতা’ খুঁজে পাননি, ‘সামাজিক অবস্থার উপযোগী বৈচিত্র’ না-পেয়ে সে দিন যে বইকে খারিজ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই সহজ পাঠ-ই তাঁদের বিশল্যকরণী। তাঁদের ‘দিনবদলের বর্ণপরিচয়’ হয়ে জনসমর্থন আদায়ের প্রচার পুস্তিকা হয়েছিল।

শাশ্বত কথা

প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর

প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি, আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

এল কে আদবানি

১৯২১ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এল কে আদবানির জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উষা উত্থুপের জন্মদিন।*

বরাভয়দায়িনী মা

চণ্ডীচরণ দাস

মা কালীর বিকরাল রূপ দেখলে মনটা ভয়ে কেঁপে ওঠে না এমন মানুষ বোধহয় ভূভারতে নেই। দেবীর রক্ত চুইয়ে পড়া মুখ, বেরিয়ে আসা লাল টকটকে লম্বা জিভ, আগুন ঝরানো ভয়ঙ্কর দৃষ্টি, গলায় দোলানো মুণ্ডমালা, আর মুক্তকেশী উলঙ্গ চেহারা মনে জাগিয়ে তোলে ভয়ের শিহরণ, দেবী প্রতিভাত হন ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলার মূর্ত প্রতীক রূপে। মনে হয় দেবীর রুদ্ররোষে এখুনি ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। জগতের যতকিছু কালো, যতকিছু অশুভ, সমস্ত কুশক্তিকে ধ্বংস করে ধরাকে করবেন পাপমুক্ত।

পুরাণ মতে দেবীর এই বিকরাল রূপ আসলে দেবী দুর্গা বা মহামায়ারই প্রলয় রূপ। দেবদানবের যুদ্ধকালে শুভ নিশুম্ভকে বধ করার জন্যে দেবতারা মা দুর্গার শরণাপন্ন হলে দেবীর তেজ থেকে জন্ম হয় ভয়ঙ্কর কালী দেবীর। শুরু হয় কালীর সঙ্গে দুই দৈত্যের মহারণ। অবশেষে প্রচণ্ড যুদ্ধে দৈত্য যুগলকে বধ করার পরেও দেবীর রোষ থামে না, এগিয়ে যেতে থাকেন সামনে যা পান সবকিছু বিনাশ করতে করতে। সৃষ্টি তখন রসাতলে যাবার জোগাড়। দেবতারা প্রমাদ গোণে, প্রলয়ঙ্করী দেবীকে শান্ত করতে তারা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেবীকে আটকাবার জন্যে তার সামনে বুক পেতে দেন। অনবধানতাবতঃ তার উপরে চরণ ফেলতেই দেবীর ঘোর কাটে, বুঝতে পারেন তার ভুল, লজ্জায় জিভ কেটে শান্ত হয়ে বন্ধ করেন তার সংহারলীলা। দেবী সেই রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন যুগেযুগে।

অবশ্য ভিন্নমতও আছে। কথিত আছে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বিখ্যাত তন্ত্রবিশারদ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একদিন স্বপ্নে নির্দেশ পান মাকে পূজা করার। কিন্তু দেবীর তো কোনও নির্দিষ্ট রূপ নেই, তান্ত্রিকরা তাকে অন্ধকার ও ধ্বংসের দেবী হিসাবে সাধনা করে থাকে, কী রূপে মায়ের পূজা করবেন তিনি? স্বপ্নাদেশ পেলেন;সকালে ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবি সেই রূপেই আমার পূজা করিস। নির্দেশমত সকালে ঘর থেকে বেরিয়েই আগমবাগীশ দেখা পেলেন একজন একবস্ত্রা অন্ত্যজ যুবতী মহিলার, গোবর মেখে দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল, তাকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটল। ব্যস আগমবাগীশ খুশী মনে বাড়ী ফিরে এসে সেই রূপেই শুরু করলেন মায়ের পূজা।

কালীপূজা শুরু হয়েছিল কবে? ঋকবেদে খৃষ্টপূর্ব ১৭০০-১১০০ তে ও পরে আনুঃ ৩০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মার্কণ্ডের পুরাণের দেবী মাহাত্ম অংশে কালী নামের উল্লেখ পাওয়া গেলেও দেবীর পূজার প্রচলন হয়েছিল অনেক পরে। প্রথমে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাত ধরে এই পূজা শুরু হলেও এর প্রচলন শুরু হয় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তারপর তার রাজ্যের জমিদার ও ধনাঢ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীপূজা বিস্তারলাভ করে সারা বাংলায়। আর খালি বাংলাই নয়, দেবী ভিন্নভিন্ন রূপে পুজিত হয়ে আসছেন বিহারের মিথিলাঞ্চল, ওড়িশা, ঝাড়খন্দ, রাজস্থান, কাশ্মীর, নেপাল, আসাম, দক্ষিন ভারত, এমনকি দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার কিছু স্থানেও।

তন্ত্রসাধকরা ধ্বংস ও ভয়ঙ্করতার প্রতীক রূপে দেবীর সাধনা করলেও ক্রমান্বয়ে দেবীর ক্ষমাসুন্দর মমতাময়ী রূপটিই ধরা দিয়েছে বাংলার সাধক ও আপামর ভক্তের চোখে। দেবীর নীচের ডানহাতে বুভূক্ষুকে অন্নদাণ ও উপরের ডানহাতে বরাভয় প্রদান রূপ তারই প্রতীক। দেবী তাদের কাছে ধরা দিয়েছে ঘরোয়া বেশে, শ্যামা মায়ের রূপে। তাইতো কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে বামাক্ষ্যাপা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত সাধকগণ এবং নজরুল ও অন্যান্য কবিদের গানে মা ধরা দেন ঘরের মেয়ের রূপে, একান্ত আপনজনের মত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তো মাকে এনে দিয়েছেন ভক্তের মাটির ঘরে পরিবারেরই একজন করে, বড় আদরের মমতাময়ী মা হিসাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মায়ের সেই রূপটিই ক্রমশঃ ধরা পড়েছে বাংলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা শিল্পেও। ১৬৯৪ সালে নির্মিত হুগলী জেলার কোতলপুরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে মা দুর্গার মূর্তির পাশে অধিষ্ঠিত আছেন শাড়ি পরিহিত মা কালীও। ১৭১২ সালে রাজা গোবিন্দরাম রায় নির্মিত খড়গপুরের মালঞ্চে দক্ষিণাকালী মন্দির ও ১৭৮৬ সালে তৈরী হুগলীর আটপুরের রাধামাধব মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা শিল্পে এবং ১৭৬৮ সালে তৈরী বীরভূমের উচকরণে শিব মন্দিরের পাশের দুটি ফলকে মায়ের এই রূপেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। মা বাঙালীর ঘরে ধরা দিয়েছেন ঐশ্বর্য ও সাফল্যের প্রতীক হয়ে। তাইতো ঘরেঘরে মা পুজিত হন পরমারাধ্যা হিসাবে, এমনকি এক সময় দুর্ধষ ডাকাতরাও মা কালীর পূজা করে ডাকাতি করতে বেরোত। আর পুরানের কৃষ্ণকথায় স্বামী আয়ান ঘোষের কাছে শ্রীরাধার মান রক্ষার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের কালী ও তার বাঁশীর অসিরূপ ধারণ করার কাহিনী তো সর্বজনবিদিত।

সাধারণতঃ কার্তিক অমাবস্যায় দীপান্বীতা কালীর পূজা হলেও বছরের আরও দুটি সময়ে কালী পুজিতা হন অন্য রূপে। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে হয় রটন্তি কালীপূজা ও জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় হয় ফলহারিনী কালীপূজা। আর ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠের কৌশিকী কালীপূজা তো জগৎ বিখ্যাত।

কালীপূজায় অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক হিসাবে মায়ের চরণে বলি প্রদান ছিল অবশ্য করণীয় প্রথা, বিশেষ করে কালী মন্দিরগুলিতে। মায়ের ঘরোয়া রূপের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বলি প্রদান কমে গেলেও এখনো বিভিন্ন মন্দিরে বলি প্রথা চালু আছে।

বাংলায় কালী শক্তিরূপে পূজিতা হলেও দক্ষিন ভারতে দেবী পুজিতা হন ভদ্রকালী রূপে এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে লক্ষ্মী ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে। দীপাবলীর উৎসবে দীপমালায় সেজে ওঠে ঘর আঙ্গন। দিনটি পালন করা হয় শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ও লঙ্কাবিজয় শেষে অযোধ্যায় ফেরার উৎসব হিসাবেও।

দুর্গা পূজার মত কালীপূজাও বর্তমানে সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। আর বাণিজ্যিকরণের হাত ধরে বেড়েছে সেইসব পূজার জৌলুষ ও জাঁকজমক। ভক্তি আরাধনার থেকেও এগুলিতে বাড়ছে থিমের লড়াই ও হৈ-হুল্লোড়। তবে এর ঘরোয়া রূপটিও সমানভাবে বেড়েছে, বেড়েছে উপলক্ষ্য বিশেষে গৃহস্থের ঘরে মায়ের পূজা। অশুভ শক্তির বিনাশের সাথে সাথে মানুষ বরাভয় দায়িনী মায়ের কাছে প্রার্থনা করে শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য লাভের।

দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রদীপ মারিক

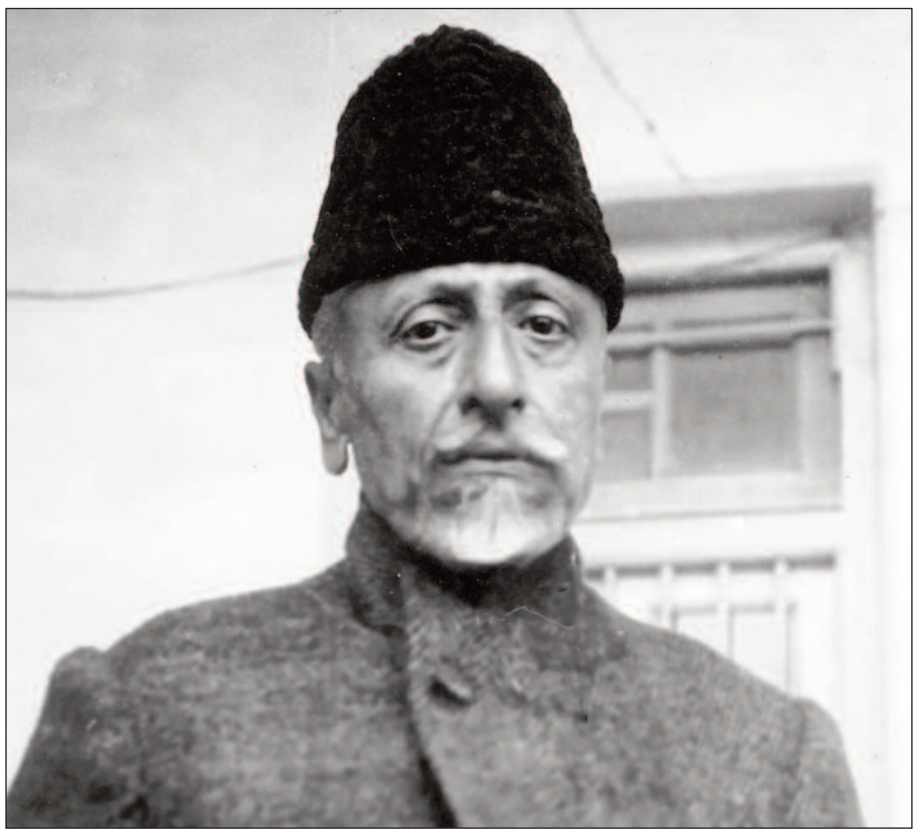

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বৃটিশ সরকার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। মুসলমানরা তিনটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সামগ্রিকভাবে ভারতে তারা সংখ্যালঘু। ১৯৩৯ সালে মহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণা করে, ১৯৪০ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত লাহোর প্রস্তাব, পরবর্তীতে সংশোধিত পাকিস্তান প্রস্তাবের মাধ্যমে মূলত মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে অগ্রসর হয়। তিনি প্রস্তাব করেন, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করার একমাত্র উপায় ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রিয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র, বাকি সব বিষয় থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এভাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ধরে রেখে সর্বভারতীয় সরকারে আলাদা ভূমিকা রাখতে পারবেন। তার এই প্রস্তাব গান্ধীজীসহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব সমর্থন করেন। পরবর্তীতে ক্যাবিনেট মিশন সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহন করে সমগ্র ভারতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেন। এক নম্বর অংশে পড়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, দ্বিতীয় অংশে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বৃটিশ বালুচিস্তান এবং তৃতীয় অংশে বাংলা ও আসাম। মহম্মদ আলী জিন্নাহ ইচ্ছাকৃত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বিষয়ে মুসলীম লীগের পূর্ববর্তী সমর্থন প্রত্যাহার করে স্বাধীন পাকিস্তানের দাবী পুনর্ব্যক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বৃটিশ প্রধাণমন্ত্রী মি. এটলি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে শেষ ভাইসরয় করে পাঠান। মৌলানা আজাদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান প্রস্তাবকে সামনে রেখে অগ্রসর হন। জওহরলাল নেহরু প্রথম দিকে ভারত-ভাগের বিরোধী থাকলেও পরে ভোল পাল্টান। গান্ধীজীও প্রথম দিকে ভারত-ভাগের বিরোধী ছিলেন। মৌলানা আজাদ ভারত-ভাগ ঠেকানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে গান্ধীজীর শরনাপর্ণ হয়ে বলেন, তিনি প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত দেশভাগের বিরুদ্ধে রয়েছেন, দেশভাগের বিরুদ্ধে তার মনোভাবে অটল, কিন্তু তার পক্ষে একা কাজ করা সম্ভব নয় তাই গান্ধীজীই তার শেষ ভরসা, গান্ধীজী যদি দেশভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, এখনও শেষ রক্ষার আশা বেঁচে থাকবে তবে গান্ধীজি যদি চুপ করে থাকেন তাহলে দেশ ভাগ হবেই। গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে বলেন, ‘দেশভাগ হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে।’ কিন্তু নেহরু বুঝিয়ে সুঝিয়ে গান্ধীজীকে শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে নিয়ে আসেন। মৌলানা আজাদ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের বিপক্ষে অবস্থান করেন। বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে তিনি এর তীব্র বিরোধীতা করে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মনে করেন,পাকিস্তান সৃষ্টির কল্পনা একটা ঘৃণা থেকে জন্ম নিয়েছে এবং যতদিন ঘৃণা বেঁচে থাকবে, ততদিনই এর অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে। এই ঘৃণা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে গ্রাস করে ফেলবে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়, যদি না এ দুটি দেশ আকস্মিক কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে। দেশভাগের এই রাজনীতি এ দুটি দেশের মধ্যে এক বিরাট প্রাচীর তৈরি করবে। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সব মুসলমানকে সেখানে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তার ভূমিস্বল্পতা। পক্ষান্তরে হিন্দুদেরও পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করা সম্ভব নয়। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেন, ‘যদি পাকিস্তান সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য সঠিক হতো তবে আমি অবশ্যই তা সমর্থন করতাম। কিন্তু এই দাবির মধ্যে আমি অন্তর্নিহিত বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আমি আশা করি না মানুষ আমাকে সমর্থন করবে, কিন্তু আমিও আমার বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে পারি না।’ মৌলানা আবুল কালাম ১৮৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর সৌদি আরবের মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম ছিল সৈয়দ গুলাম মুহিউদ্দিন আহমেদ বিন খায়েরুদ্দিন আল হুসায়নি, কিন্তু তিনি সময়ের আবর্তনে মওলানা আবুল কালাম আজাদ নামে পরিচিত হন। আজাদের পিতা দিল্লীতে বসবাসকারী একজন আলেম ছিলেন যিনি তার মাতামহের সাথে থাকতেন, কারণ তার পিতা অনেক কম বয়সে মারা যান। মৌলানা আজাদ ছিলেন স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একজন মুখ্য কারিগর। ভারতের শীর্ষ শিক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও ‘অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন’ (এআইসিটিই) তার হাত ধরেই যাত্রা শুরু করে। ঐতিহাসিকদের মতে, মৌলানা আজাদ উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উত্থানের পেছনেও সেগুলো ব্যাপক অবদান রেখেছে। খড়গপুরে ভারতের প্রথম ‘টেকনোলোজিকাল ইন্সটিউউট’ মৌলানা আজাদের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌলানা আজাদ তার এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘স্কুল এবং ল্যাবগুলো ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করছে। তাই আমাদের সেদিকে নজর দিতে হবে।’ সে লক্ষ্যে তিনি বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন। খড়গপুরের আইইটি, ইউজিসি বা এআইসিটিই ছাড়াও মৌলানা আজাদ কাজ করেছিলেন ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস’, ‘সঙ্গীত-নাটক একাডেমি’ এবং ‘কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ’ প্রতিষ্ঠায়। আজাদ যখন বিপ্লবী চিন্তাধারায় একটু একটু আকর্ষণ অনুভব করছেন, ঠিক তখন তিনি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার কিছুদিন পর তিনি মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেসব দেশের বিপ্লবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ‘আল হিলাল’ নামে উর্দুতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। এই পত্রিকা ব্রিটিশদের সমালোচনা করে এবং মানুষের মাঝে বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ফলে অল্পদিনেই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক মাইলফলক সৃষ্টি করে। জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ সরকারের পিলে চমকে যায় এবং তড়িঘড়ি করে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তীকালে আজাদ ‘আল বালাঘ’ নামে আরো একটি পত্রিকা চালু করলে ব্রিটিশ সরকার সেটিও বাজেয়াপ্ত করে দেয়। কলকাতায় এসে তিনি খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ততদিনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। খিলাফত আন্দোলন আর অসহযোগ আন্দোলন একসাথে চলার ফলে তিনি গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। আজাদ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং যুগপৎভাবে অসহযোগ এবং খিলাফত, দুই আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সালে মৌলানা আজাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি। স্বাধীন ভারতে আজাদ ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি উন্নীত করার জন্য কাজ করেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হলেও নেহেরু, প্রসাদ এবং আজাদ একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভারত গড়তে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে তিনি যেমন দায়িত্ব পালন করেছিলেন তেমন তিনি আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুলিশের সামনেই পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর উত্তেজিত গ্রামবাসীর !

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার বিকেলের পর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মুজুমদারের কামারহাটির বসত বাড়িতে। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই রীতিমত বাড়ির সামনে লোহার গেট থেকে শুরু করে বাড়ির ভিতরে জানলা, দরজার কাঁচ, চেয়ার, টেবিল, আলো, ফুলের গাছ ভাঙচুর করে তাণ্ডব চালাল কয়েকশো উত্তেজিত গ্রামবাসী। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে। মন্ত্রীর বাড়ির পুকুরে এক আদিবাসী যুবক মাছ চুরি করে বলে অভিযোগ। তাকে ওই পুকুরের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে হুগলির আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওইদিন রাতেই গ্রামে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। পুলিশ তাদের সরিয়ে দিলেও মঙ্গলবার বিকেলে ফের জমায়েত হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। মঙ্গলবার বিকেলে বিশাল সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন হাতে ধাতব অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় গ্রামবাসীদের। বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয় এলাকায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মন্ত্রীর গোটা বাড়িজুড়ে তাণ্ডব চালানোর পর পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। যদিও মন্ত্রী বর্তমানে গ্রামে নেই। তিনি দুর্গাপুরে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি থেকে চাল চুরি ! কর্মীকে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বস্তা ভর্তি চাল চুরির অভিযোগে এক কর্মীকে ঘরে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল ১ ব্লকের বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। তালাবন্দি করে ওই অঙ্গনওয়ারী কর্মীকে আটকে রেখে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিশুদের অভিভাবকেরা। খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সেতারা খাতুনের বক্তব্য, তিনি চাল চুরি করেননি। তাঁকে জোর করে কয়েকজন গ্রামবাসী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একটি ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওই কর্মীর বিরুদ্ধে শিশুদের খাদ্য সরবরাহে অনিয়ম এবং চাল চুরির অভিযোগ উঠছিল। এদিন দুই বস্তা চাল কৌশলে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পাচার করার চেষ্টা করেন। দিন দুপুরে সরকারি চাল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে থেকে

পাচার করার বিষয়টি এলাকার কয়েকজনের নজরে আসে। এরপর এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। তাতেই সন্দেহ হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসী রফিকুল আলম জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা মাঝেমধ্যেই বাকিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘটছিল। এখানে শুধু একজন কর্মী নয়, আরও বেশ কয়েকজনের এই চাল চুরির ঘটনায় যুক্ত। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

চাঁচল ১ ব্লকের বিডিও থিনলে ফুন্টসোক ভুটিয়া জানিয়েছেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সরকারি চাল পাচারের একটি অভিযোগের কথা শুনেছি। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

WEST BENGAL LAW CLERKS ASSC.
BLOCK LAND REFORMS OFFICE
SRERAMPUR SUB-DIVISION
SRERAMPUR HOOGHLY

NOTICE

THIS IS TO INFORM YOU THAT I , **SNOWJIT MONDAL** S/O LT SHAMBHUNATH MONDAL WORKS AS A TRAINEE LAW CLERKS SINCE 5 YEARS. I APPLIED FOR LAW CLERKS LICENCE AND FOR ENROLLMENT IN WB LAW CLERKS STATE COUNCIL KOLKATA.
IF ANYONE HAVE PROBLEM IN THAT, CONTACT WITH KOLKATA LAW CLERK STATE COUNCIL WITHIN 15 DAYS AFTER THE ADD PUBLISH.

বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগ, নির্বিকার প্রশাসন !

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: বালি চলে যাচ্ছে উত্তরপাড়ার মাখলার বিভিন্ন ইটভাটায়, উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের, পালটা কলকাতা পোর্টট্রাস্ট ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে মেল মারফৎ অভিযোগ বিজেপির পক্ষ থেকে। বালি যাঁরা তুলছেন, তাদের দাবি, বহুদিন ধরে এই ভাবে বালি তোলা হয়। যেহেতু গঙ্গা থেকে বালি তোলা বেআইনি,তাই মাঝেমধ্যে পুলিশ ধরে। তাঁরাও চান প্রশাসনিক ভাবে তাঁদের বালি তোলার ছাড়পত্র দেওয়া হোক। প্রয়োজনে রয়ালটি দিতে প্রস্তুত তাঁরা। আর এনিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি মুখপাত্র প্রণয় রায়ের অভিযোগ, উত্তরপাড়ার গঙ্গা জিটি রোড ছুঁতে চলেছে। উত্তরপাড়া গঙ্গা থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলা হচ্ছে প্রশাসনের চোখের সামনে কেউ কিছু করে না। বিষয়টি ইতিমধ্যেই শ্রীরামপুর মহকুমা শাসককে জানিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ

করতে আবেদন করেছেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। যদিও এই নিয়ে রাজনৈতিক অভিযোগের পালটা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, 'বিজেপি অভিযোগ ছাড়া কিছু করতে পারে না। গঙ্গা থেকে বালি তোলা হচ্ছে। গঙ্গা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে রয়েছে। পোর্ট ট্রাস্টের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পুলিশ প্রশাসন আছে, ব্যবস্থা নেবে। তৃণমূলকে দোষারোপ না করে নিজেরা দেখুক। আমার মনে হয় বিজেপির লোকেরা এই সব করছে, তাই পোর্ট ট্রাস্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে দীর্ঘায়ু কামনায় পুজো ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে দীর্ঘায়ু কামনা করে পুজো দিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মঙ্গলবার বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বাঘমুণ্ডি-ঝালদা রাজ্য সড়কের ওপর মা দুয়ারসিনি মন্দিরে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে পুজো দিয়ে জন্মদিন পালন করে। উপস্থিত ছিলেন বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি নীতিশ পরামানিক, বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি মানস মেহেতা প্রমুখ ছাত্র পরিষদের নেতা কর্মীরা। নীতিশ পরামানিক বলেন, 'আজকে আমাদের বাংলার যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে মন্দিরে পুজো দেওয়া হল এবং তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করার পাশাপাশি আগামী দিনে তাঁর লড়াইয়ে যেন সফল হন তার প্রার্থনা করে ও পথ চলার মঙ্গল কামনা করা হয়।'

Hindustan Petroleum Corporation Eccs Ltd
Registration No:- 18/cal of 1951
Address:- 6,Church Lane, Kolkata-700001
Notice
Notice is hereby given to all the members of Hindustan Petroleum Corporation Eccs Ltd. that the Schedule of Election of the BOD of the society and the draft voter list will be published and displayed on the notice board of the society at its registered address on **08.11.2023 at 3 p.m.**
Sd/-
A.R.O

NOTICE
Notice is hereby given that share certificates for **7518** equity shares of M/s. Berger Paints India Ltd., standing in my name and bearing the following distinctive number have been lost by me. I request that Company to issue duplicate share certificate in lieu thereof.
Any person who has a claim for the said shares should lodge such claim to the company by written communication addressed to **M/s Berger Paints India Limited, Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700017** (email id: arunitoganguly@bergerindia.com) within 15 days from the date of this notice, after which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) as requested by me without further information.

Folio No.	Name of the Shareholder	Share Certificate No.	Distinctive No(s). From	Distinctive No(s). To	Quantity
10990	1. Sha Shantilal Savaichand	405548	401577299	401582668	5370
	2. Nareshchandra Chimanlal	409807	1093908698	1093910845	2148

Place: Surat
Date: 07-11-2023
Name of the Holder/Survivor
Khageshbabu Nareshchandra Shah

মেদিনীপুরে রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভ টিএমসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাতের ছবি উঠে এলো মেদিনীপুরেও। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে তার কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের দাবিও তোলা হয় এদিন।

মঙ্গলবার মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার গোডাউনের কাছে সংগঠনের পতাকা হাতে রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। পরে তারা একটি বিক্ষোভ মিছিলও করে।

তবে পুলিশি নিরাপত্তা বলয়ে

রাজ্যপালের গাড়ি নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান তিনি।

স্ত্রীকে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: খোরপোশের মামলা না তোলায় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনি পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডে। আক্রান্ত দেবপ্রিয়া রায়ের অভিযোগ, ২০২১ সালে স্বামী অমিত গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন। তিনিও খোরপোশের মামলা করেন। সেই মামলা তোলার জন্য বরাবর চাপ দিতে থাকেন অমিত। গত ৫ নভেম্বর রাতে দেবপ্রিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে অমিত তাঁকে অ্যাসিড ছোড়েন বলে অভিযোগ। ঘটনায় জখম দেবপ্রিয়া পরের দিন সকালে চণ্ডীতলা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ডানকুনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অমিতকে গ্রেপ্তার করে ডানকুনি থানার পুলিশ।

নোটিশ
আমার মক্কেল শ্রীমতি ভারতী মুখার্জি স্বামী প্রয়াত সমীর চন্দ্র মুখার্জি, এফ-৩৯, কামডহরি, শান্তি সরণি, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০০৮৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং সংশ্লিষ্টর অনুকূলে ১৭ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে সম্পাদিত, ডিএসআর-১,আলিপুর নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৬৩, পৃষ্ঠা -৬৬ থেকে ৮৭, দলিল নং ১-১৬০১০৩৫৫৩ -২০০৬ সালের, দলিলের তপশিল অনুযায়ী এরিয়া **৫৪৮ বর্গফুট** কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তি, মৌজা - কামডহরি, জেএল নং ৪৯, সিএস খতিয়ান নং ৩৮১, সিএস দাগ নং ১৫৩, প্রেমিসেস নং ২৭, শান্তি সরণি, কলকাতা- ৭০০০৮৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট দলিল মক্কেলের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাঁশদ্রোণী থানায় ০৬.০৪.২০২৩ তারিখে জিডিই নং ৩৬১ দাখিল করেছেন। যেকোনও ব্যক্তির কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে কোনও দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না। সংশ্লিষ্ট দলিল এপর্যন্ত কোনও ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত নেই।
পামেলা দাস
(অ্যাডভোকেট)
আলিপুর জজ'স কোর্ট
কলকাতা- ৭০০০২৭
তালিকাভুক্তি নং ১০৯৭/২০১৪

মিড ডে মিলে অপুষ্টিকর খাবারের অভিযোগে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: মিড ডে মিলে স্কুলের শিশুদের অপুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর অভিযোগে প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। শিশুদের অপুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার অভিযোগে প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখিয়ে মিড ডে মিলের রান্না বন্ধ করে দিলেন অভিভাবকেরা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত শ্রীপুর এফ পি স্কুলের। স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা মোট ৬০ জন এর মধ্যে ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীরা রোজ উপস্থিত থাকে। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সীমা ঠাকুর অল্প সামগ্রী ব্যবহার করে খাবার তৈরির নির্দেশ থাকেন এবং খাবারের যেই সমস্ত মশলা ব্যবহার হয়, সেগুলি নিজের বাড়ি থেকে আনেন। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে এসে ঠিক মতো পড়ান না। অভিভাবকের অনুমান, তিনি স্কুলের টাকা তছরুপ করছেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষিকা ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন এবং বলেন বিষয়টি পরবর্তী সময় মিটিং করে সমাধান করা হবে। প্রধান শিক্ষিকা আশ্বস্ত করলে এরপর অভিভাবকরা স্কুল থেকে চলে যান।

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ২২.১১.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৯.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২.১২.২০২৩ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে ''যেখানে যেমন আছে '', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং '' কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি	১২,০৭,৩৭,৭৪০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২৭.১১.২০২৩ থেকে ০৩.১২.২০২৩ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ ০৮.১২.২০২৩ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত ১২.১২.২০২৩ তারিখে।
স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
তারিখ : ০৮.১১.২০২৩
স্থান : রুরকি
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com, **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** armchairinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** armchairinvestments.co.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন
(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৩৭,৩৭,৪৭৩	৩,৩১,৭৫৬	১০,৩৬,৮৯৭	৪০,৬৯,২২৯	১২,৪৩,২৯৫	৬৯,৮২,৭৯৯
২	মোট ব্যয়	১২,৯১,৬১১	৩৯,৭২,৮৬৮	২৪,০৬,২৮০	৫২,৬৪,৪৭৯	৩৩,৫৩,১৯৭	৬০,২৫,৪১৮
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	২৪,৪৫,৮৬২	(৩৬,৪১,১১২)	(১৩,৬৯,৩৮৩)	(১১,৯৫,২৫০)	(২১,০৯,৯০২)	৯,৫৭,৩৮১
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	২৪,৪৫,৮৬২	(৩৬,৪১,১১২)	(১৩,৬৯,৩৮৩)	(১১,৯৫,২৫০)	(২১,০৯,৯০২)	৯,৫৭,৩৮১
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	২৪,৩৫,২৬২	(৩৬,৪১,১১২)	(১৪,৬৪,৫২৫)	(১২,০৫,৮৫০)	(২২,০৫,০৪৪)	৮,৬২,৬৬৪
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা) ক) মূল	৫.০৭	(৭.৫৯)	(৩.০৫)	(২.৫১)	(৪.৫৯)	১.৮০
	খ) মিশ্র	৫.০৭	(৭.৫৯)	(৩.০৫)	(২.৫১)	(৪.৫৯)	১.৮০

দ্রষ্টব্য :
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।
আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.১১.২০২৩

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
(CIN: L74999WB1919PLC003516)
রেজিস্টার্ড অফিস ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬২.৬৮	১১১.৩৭	১৭৫.০৫	৬৯.৮৮	১২১.৪১	২১২.৪৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	২৭.১৩	৩৯.০৭	১০৪.১৩	২৯.৫৩	৪২.১৫	১১৪.৭৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	২৭.১৩	৩৯.০৭	১০৪.১৩	২৯.৫৩	৪২.১৫	১১৪.৭৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৫৬.২০	৬৬.৪৭	১০৬.১৬	৫৭.৬২	৬৭.৮৬	১১৬.১৭
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৮৪.৪৯	৬০২.২৪	-৩০৯.৪৫	১৪৬.৯২	৬৭২.৫১	-২৫২.৪৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	৭.২৯	৮.৬২	১৩.৭৬	৭.৪৭	৮.৮০	১৫.০৬
	মিশ্রিত (টা.)	৭.২৯	৮.৬২	১৩.৭৬	৭.৪৭	৮.৮০	১৫.০৬

দ্রষ্টব্য :
১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alfredherbert.co.in -এ ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ নভেম্বর, ২০২৩

প্রথা মেনে ডাকাতি করেই পুজো হয় খানাকুলের ডাকাত কালীর

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: মা কালী। সেই প্রাচীন কাল থেকেই কালীপুজোর সঙ্গে ডাকাতদের এক সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে। কালীপুজো করেই ডাকাতিতে বের হত দুবৃত্তরা।

এখন সেই ডাকাত নেই, তবে কয়েকশো বছরের পুরনো কালীপুজো আছে। প্রাচীন রেতে মেনে এখনও ডাকাতি করেই পুজো শুরু হয় হুগলির খানাকুলের চক্রপুরের ডাকাতকালীর। ডাকাতি বলতে এখন নিছক ফল চুরি।

এই পুজোর বয়স লোকমুখে শোনা যায় ৩৫৭। ওই এলাকায় একসময় প্রবল প্রতাপ ছিল কালী ডাকাতেরপ। পুরো নাম কালীচরণ মাঝি। তিনি প্রথম এই কালীপুজোর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এখনও একশো ছাগ বলি হয়। জানা গিয়েছে চক্রপুরের ডাকাতি কালীর পাশাপাশি দু'টি প্রতিমার পুজো হয়। কালী পুজোর দিন রাতে কালী ডাকাতের বংশধরের প্রথম মায়ের ঘট উত্তোলন করেন। তারপর পুরোহিত ঠাকুর আর একটি ঘট উত্তোলন করেন। দুটি ঘট মা কালীর পায়ের নীচে বসিয়ে পুজোপাঠ হয়। কালী ডাকাতের বংশধরেরা বর্তমানে এই মা কালীর পুজোর আয়োজন করেন।

এই বিষয়ে একজন বংশধর বলেন, প্রথা মেনে এই বছরও পুজো হবে। রাতের অন্ধকারে ফল চুরি

করে মায়ের পায়ে নিবেদন করা হবে। ডাকাতি প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে অনিমেষ পণ্ডিত বলেন, আমাদের পুর্বপুরুষ এই কালী পুজোর সূচনা করেন।

জানা গিয়েছে, এই ডাকাতি কালী পুজোকে কেন্দ্র করে ২০০ বছর আগে প্রথম মেলা বসে। এখনও সেই চল বজায় আছে।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** kineticinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** www.kineticinvestments.co.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন
(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৮,৬২,৭৬৩	৩,৬৬,০৭১	১০,৭০,৩৮৬	১২,২৮,৮৩৪	১২,৯৫,২৬৮	৮০,২৮,৯৯৩
২	মোট ব্যয়	১০,৯৩,৭৩৪	৪২,৩৩,৩৮২	২২,৯৬,৩৩৮	৫৩,২৭,১১৬	৩৩,২৭,২৫৬	৬৯,৭৯,১৭১
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	(২,৩০,৯৭১)	(৩৮,৬৭,৩১১)	(১২,২৫,৯৫২)	(৪০,৯৮,২৮২)	(২০,৩১,৯৮৮)	১০,৪৯,৮২২
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	(২,৩০,৯৭১)	(৩৮,৬৭,৩১১)	(১২,২৫,৯৫২)	(৪০,৯৮,২৮২)	(২০,৩১,৯৮৮)	১০,৪৯,৮২২
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	(২,৪১,৫৭১)	(৩৮,৬৭,৩১১)	(১২,২৫,৮৭৭)	(৪১,০৮,৮৮২)	(২০,৩১,৯১৩)	১০,৫০,৩১৯
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা) ক) মূল	(০.৫০)	(৮.০৬)	(২.৫৫)	(৮.৫৬)	(৪.২৩)	২.১৯
	খ) মিশ্র	(০.৫০)	(৮.০৬)	(২.৫৫)	(৮.৫৬)	(৪.২৩)	২.১৯

দ্রষ্টব্য :
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in থেকে।
কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.১১.২০২৩

Ludlow
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩৩৩ **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ
₹ প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২৫৮৪	১২২৭১	১৫৩১৮	২৪৮৫৫	২৮৩৬৪	৫৪৭৫১
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(৩২৩)	(২৯২)	২৭৮	(৬১৫)	৯৯	২১১
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩২৩)	(২৯২)	২৭৮	(৬১৫)	৯৯	২১১
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৪১)	(২১৯)	২১২	(৪৬০)	৭৮	১৩৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(১৮৩)	(১৬১)	২৫১	(৩৪৪)	১৫৭	৩৪৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৬৬৩০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মূল	(২.২৪)	(২.০৩)	১.৯৬	(৪.২৬)	০.৭২	১.২৪
	(খ) মিশ্রিত	(২.২৪)	(২.০৩)	১.৯৬	(৪.২৬)	০.৭২	১.২৪

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।
৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭ নভেম্বর, ২০২৩

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০৮.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স কৃষাণ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ,** গ্রাম এবং পোস্ট কোতুলপুর, থানা - কোতুলপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১২১, শ্রী জীতাংশু গোস্বামী (স্বত্বাধিকারী) পিতা হেমন্ত গোস্বামী, গ্রাম এবং পোস্ট - কোতুলপুর, থানা - কোতুলপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১২১, **শ্রীমতি রুনু গোস্বামী (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী জীতাংশু গোস্বামী, গ্রাম এবং পোস্ট - কোতুলপুর, থানা - কোতুলপুর, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১২১, কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৮,৭৩,৮০৬.৪৬ টাকা (আটত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশো ছয় টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ১৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ১৭.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩৮,৭৩,৮০৬.৪৬ টাকা (আটত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশো ছয় টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ১৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ১৭.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক : শ্রী জীতাংশু গোস্বামী
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১৭.৫ ডেসিমেল, গ্রাম -কোতুলপুর, মৌজা- কোতুলপুর, জেএল নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১২, এলআর প্লট নং ২৪৩৬, দলিল নং ১-০১৮৮/২০০৩, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৯ থেকে ১৪৪, এডিএসআর -কোতুলপুর, জেলা-বাঁকুড়া এবং দলিল নং ১-১৪৫০/২০০৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৭, পৃষ্ঠা ২৭৩ থেকে ২৮০, এডিএসআর-কোতুলপুর,জেলা-বাঁকুড়া, অনুযায়ী জীতাংশু গোস্বামী, পিতা হেমন্ত গোস্বামী, গ্রাম- এবং পো- কোতুলপুর, থানা-কোতুলপুর, জোলা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৪১।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যর কৃষি জমি, পূর্বে : মালিকের জমি, পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.১১.২০২৩
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ঘরশত্রু বিভীষণকে ঝাঁটা মারার নিদান বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: 'আমাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ যে আছে, তাদেরকে আগে ঝাঁটা মেরে বার করতে হবে।' কালনার বাঘনা পাড়ায় বিজেপির বিজয়া সম্মেলনে হাজির হয়ে এমনই নিদান দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। পাশাপাশি অনুপবাবু আরও দাবি করেন, এখন বঙ্গ বিজেপির যা অবস্থা পদ থাকলেই আপনি তার গোলাম হয়ে যাবেন। পান থেকে চুন খসলেই আপনি সাসপেন্ড না হলে শোকজ হয়ে যাবেন।

তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত ভোটের সময় কোন কোন পদাধিকারী বিজেপির পদ পাওয়ার পরও বা পদে থাকার পরও তৃণমূলের সঙ্গে রফা করেছিলেন, যে শেষ দিনে বিজেপির প্রার্থীকে তুলে নেব। টাকার বিনিময়ে তৃণমূলের সঙ্গে গট আপ করে চলছিল। সেই

রফাগুলোকে বন্ধ করতে হবে। আর সেই রফাগুলো বন্ধ করতে তারাই পারবে যাদের কাছে পদ নেই।

এরপর শাসকদলকে একহাত নিয়ে তাঁর দাবি, 'প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে গিয়েছে তৃণমূল মানেই চোর। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে নতুন করে বলার দরকার নেই যে তৃণমূল মানেই চোর। তারা জানে তৃণমূল মানেই চোর। আমাদের কাছে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ, আমাদের মধ্যে যেন আর কোনও চোর না থাকে। সেই জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণ কে আছে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। কারণ কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু পদাধিকারী আছেন যাঁরা সকালবেলায় বিজেপি করে আর বিকেল বেলায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে গিয়ে মাছ মাংস খান। আমি দিল্লিতে থাকি বা রাজস্থানে থাকি বা মধ্যপ্রদেশে থাকি, সব খবর আমি পাই। কারণ আমার নেটওয়ার্ক খুব শক্তিশালী। কার বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে সব খবর আমার কাছে চলে আসে। কারণ আমি আমার একটা নম্বর ফেসবুকে ওপেন করে রেখেছি, যাতে যে কোনও সময় মানুষ তাদের কথা আমাকে জানাতে পারে।'

মাটি মাফিয়াদের হুমকিতে বাড়ি ছাড়া তৃণমূলকর্মীর পরিবার, চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল কর্মীর একটি পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো কালিয়াচকের মাটি মাফিয়াদের কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা পরেও পুলিশ প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। অবশেষে ওই তৃণমূল কর্মীর পরিবার পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। চিঠি দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিষয়টি জানতে পেরে নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

তবে তৃণমূল কর্মীর পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সামনে আপাতত একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বসিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে পুলিশ। তাঁদের কথায়, মাটি মাফিয়াদের মতো প্রভাব ও ক্ষমতাশালীরা প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার পরে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার বসিয়ে কোনও লাভ হবে কি!

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক থানার বালিয়াডাঙ্গা মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা, মতিউর রহমান পাঁচ বছর আগে ৮ কাঠা জায়গা কিনেছিলেন। তিনি পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সেই জায়গায় মাস কয়েক আগে নজর পড়ে যায়

মাটি মাফিয়াদের। এরপরহ মতিউর রহমানের পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য রীতিমতো হুমকি দিতে থাকে মাটি মাফিয়াদের দলবল। এমনকী প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ভয় দেখানোর জন্য বাড়ির বাইরে ও বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর কালিয়াচক থানায় দীর্ঘদিন আগে লিখিত অভিযোগ জানান জমির মালিক মতিউর রহমান। কিন্তু পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেই অভিযোগ।

তৃণমূল কর্মী মতিউর রহমান জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল দল করি। সামান্য ব্যবসা করে বহু বছর আগে বালিয়াডাঙ্গার মাস্টারপাড়া এলাকায় ৮ কাঠা মাটি কিনেছিলাম। এখন সেই জমির দাম কয়েক কোটি টাকা। জমি মাফিয়াদের নজর পড়েছে আমার জায়গার ওপর। ওরা নকল দলিল করে আমাদেরকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রকাশ্যে খুন করার হুমকি দেওয়ায় পরিবারকে কালিয়াচকের আলিপুর এলাকায় একটি গোপন আস্তানায় রেখে এসেছি। কালিয়াচক থানার পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ৪ নভেম্বর পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু তারপরেও মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এবং হুমকি অব্যাহত রয়েছে। আমাকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

তৃণমূল কর্মী মতিউর রহমান জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ইমরান হোসেন, মনিরুদ্দিন আহমেদ, আসিফ ইকবাল সহ তার দল বলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি জানান, কালিয়াচক থানার পুলিশ কলা পদক্ষেপ না করলে কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত অভিযোগের কথা জানাবেন।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে দেখার জন্য কালিয়াচক থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধার কার্ড সংশোধনে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আধার কার্ড সংশোধন বা আপডেট করতে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ১টা থেকে পানাগড় বাজারের বিএসএল দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় বিএসএনএলের দপ্তরে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আধার কার্ড সংশোধন করতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। এমনকি আধার কার্ড সংশোধন করতে আসা মানুষদের বিএসএনএলের সিম নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দপ্তর থেকে মালপত্র পাচার করে দিচ্ছেন দপ্তরের কর্মীরা। এমনকি ছুটির দিনেও দপ্তরের মধ্যে পিকনিক করা হয়। দপ্তরের মূল্যবান তার পোড়ানো হয়। যার বিষাক্ত ধোঁয়ায় অতিষ্ট হয়ে উঠেছে এলাকার মানুষ। দপ্তরের চারপাশে সিসিটিভি লাগানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

যদিও বিএসএনএলের কর্মীরা অভিযোগ অস্বীকার করে নোটিশ বোর্ড থেকে নোটিশ সরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন এবং দপ্তরের মধ্যে তার পোড়ানোর কথা অস্বীকার করেন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পঞ্চয়েত সদস্য তথা কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, এলাকাবাসীর কাছে খবর পেয়ে তিনি

ছুটে আসেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিএসএনএল দপ্তরটাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। যার কারণে প্রচুর সম্পত্তি পড়ে নষ্ট হচ্ছে। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার দূষিত ধোঁয়ায় অতিষ্ট এলাকার মানুষ ও মূল্যবান সম্পত্তি পাচার করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কোনও নজরদারি নেই এই বিষয়ে।

তিনি বলেন, 'আধার কার্ড সংশোধনের বিষয়ে তিনি পঞ্চায়েতে আলোচনা করবেন। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

জাপানের জাতীয় ফল মিলছে পূর্বস্থলীতে!

নানা জটিল রোগ প্রতিরোধক

মান্টি ব্যানার্জি

পূর্ব বর্ধমান: জাপানের জাতীয় ফল পার্সিমনদ বা কাকি ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে। স্টেশনরোডের কয়েকটি ফলের দোকানে অন্যান্য ফলের পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে জাপানের এই জাতীয় ফলটি। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এই ফল খুবই সুস্বাদু ও নানা জটিল রোগ প্রতিরোধের গুনাগুন রয়েছে। ইন্টারনেট, ফেসবুকের সৌজন্যে ভারতেও এই ফলের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে। সম্প্রতি পূর্বস্থলী রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি ফলের দোকান থেকে দেদার বিকোচ্ছে জাপানের এই জাতীয় ফল পার্সিমন বা কাকি ফল। যার প্রতিটির দাম ৭০ টাকা। শীতের মরশুমে যেমন কাশ্মীরের

ডেলসন আপেল বা নাগপুর, দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর কদর হয়, তেমনই জাপানের এই জাতীয় ফলও এখন এক্সপোর্টের মাধ্যমে ভারতে আসা শুরু হয়েছে। বাঙালিরাও তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারছে। কয়েকজনকে কেটেও খাওয়ানো হয়েছে এই ফল। এলাকার ফলপ্রেমীরাও জাপানের জাতীয় ফল খেয়ে খুশি অনুভব করছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ফল নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে।

সোনামুখীতে কালীর পাশে আজও পূজিত খড়গ

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: মারাঠা সম্রাট ভাস্কর পণ্ডিতের দেওয়া খড়গ আজও কালীর পাশে পূজিত হয় সোনামুখীতে, তিনিই কালীর নামকরণ করেছেন 'মা-ই- তো কালী'।

জেলার কালীক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো কালীপুজো হয়। এখানকার প্রাচীন কালীপুজোগুলিকে নিয়ে নানান লোককথা প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম 'মা-ই-তো কালী'। এখানে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত ছুটে আসেন। মনস্কামনা পূরণের আশায় তাঁরা পুজো দেন। কিন্তু এই কালীর এই রকম নামকরণ কেন?

এ নিয়ে এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে।

ইংরেজি ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ বাংলা ১১৪৯ সালে এই বাংলায় তখন বর্গী আক্রমণ চলছে। বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন শহর এখানে নেই বললেই চলে। সেই সময়কালে সোনামুখীতে পা রাখেন মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। মারাঠা সেনাপতি সদলবলে বিষ্ণুপুর থেকে সরাসরি সোনামুখীতে পৌঁছেছেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে*সঙ্গে*তৎকালীন সোনামুখীর মানুষ ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করে একপ্রকার গৃহবন্দি ভয়ার্ত সোনামুখীবাসী।

সেই সময় কোনও এক নিঝুম সন্ধ্যায় মারাঠা সেনাপতি এক পর্ণকুঠির সম্মুখে হাঁড়িকাঠের সামনে এক বৃদ্ধকে পুজো করতে দেখেন। সেই বৃদ্ধকে মারতে খড়গ তুলে ধরতেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন মারমুখী ভাস্কর পণ্ডিত। আর তাঁর মনে হয় উদ্যত খড়গ যেন পিছন থেকে কেউ টেনে রেখেছে। বর্গীদল উত্তর দিল, না পিছন থেকে খড়গ তো কেউ টেনে নেই। কিন্তু ওই পুজারী বৃদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে মন্দিরের ঘটের জল ছিটিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে ও খড়গ হাত থেকে নামাতে পারলেন। ভাস্কর পণ্ডিত ওই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন এখ ানে কি কোনও দেবতা আছেন? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। মা কালী। তখন ভাস্কর পণ্ডিত* চিৎকার করে ওঠেন 'মা-ই-তো কালী'। সেই থেকেই এই কালী প্রতিমার নাম হয়ে যায় 'মা-ই-তো কালী '।

এছাড়াও একই সঙ্গে এমন জনশ্রুতিও রয়েছে , ভাস্কর পণ্ডিত ওই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার আগে খড়গ ও তাঁর সঙ্গে আর একটি খড়গ বৃদ্ধের হাতে দিয়ে যান।* ভাস্কর পণ্ডিতের দেওয়া সেই খড়গ আজও কালী মায়ের সঙ্গে পূজিত হয় এখানে। তার পর থেকে আজও সোনামুখীর মানুষের অত্যন্ত ভরসা, বিশ্বাস আর ভক্তির অন্যতম নাম 'মা-ই-তো কালী'।

সময়ের সঙ্গে সেদিনের সেই পর্ণকুঠির বিশালাকার মন্দিরে পরিণত হয়েছে। নিত্যদিন অসংখ্য ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। কার্তিকেয় অমাবস্যায় কালীপুজোর দিন সেই সংখ্যাটা কয়েক গুন বেড়ে যায় উৎসবের চেহারা নেয় সোনামুখী শহর।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**১. শ্রী সুকুমার সরকার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত শ্রী জুরান সরকার গ্রাম এবং পো. গোপালপুর উত্তরপাড়া, থানা - কাঁকসা, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১২ **২. শ্রী সুজিত সরকার (জামিনদাতা)** পিতা শ্রী সুকুমার সরকার **গোপালপুর শাখা**	ক) ০৬.০২.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ২,৭০,৭৭৫.৭৪ টাকা (দুই লাখ সত্তর হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী সুকুমার সরকার, প্রয়াত শ্রী জুরান সরকার,** গ্রাম এবং পো- গোপারপুর, উত্তরপাড়া, থানা- কাঁকসা, দুর্গাপুর,পিন - ৭১৩২১২ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) বিক্রয় দলিল নং ১-১৪৮৬/১৯৯৭, এলআর প্লট নং ৬১২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২০০, মৌজা- গোপালপুর, জেএল নং ৬৫, গ্রাম এবং পো- গোপালপুর উত্তরপাড়া, থানা-কাঁকসা, জমির পরিমাণ ১৮.০০ ডেসিমেল, পিন - ৭১৩২১২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে র ১০ ফুট চওড়া স্থানীয় সড়ক, দক্ষিণে : নির্মল চন্দ্র এর ভবন, পূর্বে : গোপালপুর মেন রোড, পশ্চিমে : তপন মন্ডলের ভবন সমন্বিত।
২.	**১. শ্রী তাপস তিওয়ারি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত প্রভাত তিওয়ারি **২. শ্রীমতি ঝুম্পা তিওয়ারি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী তাপস তিওয়ারি বাবুপাড়া, পানাগড় গ্রাম পানাগড়বাজার, কাঁকসা, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৮ **বিধাননগর শাখা**	ক) ০৯.০৬.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১১,৮৮,১৯১.৪২ টাকা (এগারো লাখ অষ্টআশি হাজার একশো একানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী তাপস তিওয়ারি,** পিতা প্রভাত তিওয়ারি, ঠিকানা : পানাগড় গ্রাম, পানাগড়বাজার, দুর্গাপুর, পব, পিন - ৭১৩১৪৮ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) এলআর প্লট নং ৩৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৩৬, মৌজা- পানাগড়, জেএল নং ৮৫, সম্পত্তির শ্রেণি - বাস্তু, এরিয়া ০৫ ডেসিমেল, দান দলিল নং ৮১৮- ২০১১ সালের,পো-পানাগড় বাজার, থানা-কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান,পিন - ৭১৩১৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : অনন্ত কোনারের জমি, পূর্বে : দানদাতার জমি, পশ্চিমে : তুলসী কেশ এর প্লট সমন্বিত।
৩.	**১. গণপতি ভান্ডার স্বত্বা. শ্রী নবীন সাহা** পিতা প্রয়াত ঘনশ্যাম **শ্রী নবীন সাহা এবং কিশোর সাহা** রাসডাঙ্গা মোড়, হাটন রোড, পো. আসানসোল, থানা - আসানসোল (দ), পিন - ৭১৩ ৩০১, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান **আসানসোল শাখা**	ক) ২৩.০৫.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১১,০৭,৮৫৩.৭০ টাকা (এগারো লাখ সাত হাজার আটশো তিপান্ন টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি নবীন সাহা,** পিতা প্রয়াত ঘণশ্যাম সাহা, আসানসোল-৭১৩৩০২, রাসডাঙ্গা মোড়, হাটন রোড, আসানসোল। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বাণিজ্যিক দোকান) বিক্রয় দলিল নং ৪০৮৯/২০১৭, এরিয়া ১৬০.৬৮ বর্গফুট , বাণিজ্যিক দোকান অবস্থিত আরএস/ এলআর প্লট নং ১৩০৬৬ এবং ১৩০৬৭,আরএস /এলআর খতিয়ান নং ৯০৭৪, জেএল নং ২০, মৌজা- আসানসোল পুরসভা, এম এন সাহা রোড, পো-আসানসোল, থানা- আসানসোল(দ), ওয়ার্ড নং ৩৯(২৬১), আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা -বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেখা সাহার ভবন,দক্ষিণে : এম এন সাহা রোড, পূর্বে : রেখা সাহার ভবন, পশ্চিমে : নন্দ লাল সাহার জমি সমন্বিত।
৪.	**১. আর. কে. ইলেক্ট্রনিকস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা. শ্রী রাজেশ তিওয়ারি,** পিতা শ্রী রাম বচন তিওয়ারি **২. শ্রীমতি সুন্দরী দেবী (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী রাম বচন তিওয়ারি সুকান্ত পল্লী, সাউথ ধাদকা, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০২ **আসানসোল শাখা**	ক) ১৯.০৭.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১২,৬৯,৫৮২.০০ টাকা (বারো লাখ উনসত্তর হাজার পাঁচশো বিরাশি টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রীমতি সুন্দরী দেবী,** স্বামী শ্রী রাম বচন তিওয়ারি, সুকান্ত পল্লি,দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ,পিন - ৭১৩৩০২ এর নামে । সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) দলিল নং ৫৭৭৬/১৯৭৬, এরিয়া -০৭ ডেসিমেল, মৌজা- পলাসডিহা, জেএল নং ১৭, আরএস প্লট নং ৪৮৩, এলআর প্লট নং ৫৮১, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৬৯, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিশু রায়ের জমি, দক্ষিণে : বাই পাস রোডের পাশের জমি, পূর্বে : রামেশ্বর রায়ের জমি, পশ্চিমে : পুকুর সমন্বিত।
৫.	**১. শ্রী বশিষ্ঠ কুমার সিং (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী বাবন কুমার সিং **২. শ্রীমতি কুসুম দেবী, (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী বশিষ্ঠ কুমার সিং মানবেরিয়া, পো. বরাকর থানা - কুলটি, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩২৪ **৩. শ্রী মহেশ কুমার সিং (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত পরশনাথ সিং, লখিয়াবাদ, কল্যাণেশ্বরী রোড, পো. বরাকর, থানা - কুলটি, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, প.ব., পিন - ৭১৩৩২৪ **বরাকর শাখা**	ক) ২২.০৫.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ১৫,৮৯,৮৪১.৭৪ টাকা (পনের লাখ উননব্বই হাজার আটশো একচল্লিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার সিং,** পিতা শ্রী বাবন কুমার সিং, মানবেড়িয়া, পো-বরাকর, থানা-কুলটি, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩২৪ এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন), বিক্রয় দলিল নং ১৮২১/১৯৯১, মৌজা- মানবেড়িয়া, জেএল নং ১২, প্লট নং ৮৯, ৯০, ৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫/১, শ্রেণি - বাস্তু, এরিয়া -কমবেশি ০৮ শতক, থানা- কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩২৪, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিনয় সিং এর খালি জমি, দক্ষিণে : হিন্দুস্থান টাইমস এর খালি জমি, পূর্বে : ১০ ফুট সড়ক, পশ্চিমে : নন্দলাল সরাফের খালি জমি সমন্বিত।
৬.	**১. শ্রী মহ. আসিফ ইকবাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত মহ. আবুল কালাম **২. শ্রীমতি রাজওয়ানা সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী মহ. আসিফ ইকবাল ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থ তল, মুনিলাল অ্যাপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড নং ১৩, রামপুরহাট, বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪ (প.ব.) **দিগুলি ব্রাঞ্চ**	ক) ০৬.০৭.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ১৭,৩৬,৯৭৫.০০ টাকা (সতের লাখ ছত্রিশ হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি ১) শ্রী মহ আসিফ ইকবাল,** পিতা প্রয়াত মহ আবদুল কালাম এবং **২) শ্রীমতি রাজওয়ানা সরকার,** স্বামী শ্রী মহ আসিফ ইকবাল, ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতল, মুনিলাল অ্যাপার্টমেন্ট,ওয়ার্ড নং ১৩, রামপুরহাট, বীরভূম, পিন- ৭৩১২২৪ (পব) এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন)''এমলিনিলাল অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং বি , ৪র্থ তলে,বড়সালা মোড়, কবরস্থানের নিকট, জেলা-বীরভূম, থানা-রামপুরহাট, মৌজা- রামপুরহাট,জেএল নং ৭৭, ওয়ার্ড নং ১৩, খতিয়ান নং ২৭১২ এবং ১৭২৭, প্লট নং আরএস -৬৩, হাল-৬০, বিক্রয় দলিল নং ১-৮০১১/২০২০, এরিয়া - ১০৩.৯৬ বর্গ মিটার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : লিটান মিঞা, দক্ষিণে : অন্যান্যর খালি জমি, পূর্বে : এনএইচ-৬০, পশ্চিমে : দুর্গা মন্দির সমন্বিত।
৭.	**১. শ্রী জাফর শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত মরহুম ইমরান শেখ **২. শ্রীমতি লুতফা বিবি (জামিনদাতা)** স্বামী জাফর শেখ ওয়ার্ড নং ১০, বাজারপাড়া, পো. রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ **রামপুরহাট ব্রাঞ্চ**	ক) ২০.০৪.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ৫,২২,৬৩৪.৪৪ টাকা (পাঁচ লাখ বাইশ হাজার ছশো চৌত্রিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি জাফর শেখ,** পিতা প্রয়াত মরহাম ইমরান শেখ, ঠিকানা - হাটতলা মোড়, ওয়ার্ড নং ০৫, হোল্ডিং নং ৫৩৯/১৫৩/১, পো. এবং থানা - রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪-এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বাণিজ্যিক দোকান) দলিল নং ১-৯২০৬/২০১৩, এরিয়া - ৯৫ বর্গফুট, আরএস প্লট নং ১০৮২, এলআর প্লট নং ১৭৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১২৭৬, খতিয়ান নং ১৫৪৩, মৌজা - রামপুরহাট, জেএল নং ৭৭, একতলায় দোকান, হোল্ডিং নং ৫৩৯/১৫৩/১ (অংশ) **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - প্রিয়া বস্ত্রালয় দক্ষিণে - পিংকি স্যু হাউস, পূর্বে - সড়ক পশ্চিমে - প্রিয়া বস্ত্রালয়ের গুদাম সমন্বিত।
৮.	**১. শ্রী মহ. রেজাউল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত আবদুল মেদ **২. মহ. মেরাজুল ইসলাম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা মহ. রেজাউল ইসলাম গ্রাম এবং পো. নিনঘা, থানা - মারগ্রাম, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪ **৩. গোলাম মোর্তাজা (জামিনদাতা)** পিতা শ্রী মহ. রেজাউল ইসলাম, জয়কৃষ্ণপুর, পো. রামপুরহাট, থানা - রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪ **রামপুরহাট শাখা**	ক) ১৯.০৭.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ১৬,৮৩,৩২২.৯২ টাকা (ষোলো লাখ তিরাশি হাজার তিনশো বাইশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী মহ. রেজাউল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত আবদুল মেদ, জয়কৃষ্ণপুর, পো. রামপুরহাট, থানা - রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪-এর নামে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) দলিল নং ৯৫০০/২০০৮, শ্রেণি-বাস্তু, এরিয়া - ০৪ ডেসিমেল, এলআর প্লট নং ৩৫৩, এলআর খতিয়ান নং ১৯৬৩, মৌজা - জয়কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১০৬, পো. এবং থানা - রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪, ডাকহালবাটি গ্রামপঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** - উত্তরে - দুনিগ্রাম থেকে রামপুরহাট রোড দক্ষিণে - রহমানের খালি জমি পূর্বে - শেখ আলাউদ্দিনের ভবন পশ্চিমে - গোলামের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ - ০৮.১১.২০২৩
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১১.১২.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১১.১২.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সাই কপার ওয়্যার প্রা. লি. **১) শ্রী দেব আনন্দ গুপ্তা, ২) শ্রীমতি আরতি সিং গুপ্তা, স্বামী দেব গুপ্তা** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ শতক, প্রেমিসেস মৌজা- নিব্রা, সিএস দাগ নং ৩৮০১, খতিয়ান নং ৩০২, আরএস নং ২০১৬, জেএল নং ৫১, তৌজি নং ৮২৬, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস -হাওড়া, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- ডোমজুড়। **হস্তান্তর দলিল নং ১১১৩৮/২০০৫, অনুযায়ী দেব আনন্দ গুপ্তার নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৬, পূর্বে : দাগ নং ৩৮০১ অংশ, দক্ষিণে : দাগ নং ৩৭৯৪, ৩৭৯৫, ৩৮০২ অংশ, পশ্চিমে : দাগ নং ৩৭৯৪ অংশ সমন্বিত।	ক. ৪২,১৬,০০০.০০ টাকা খ. ৪,২১,৬০০.০০ টাকা	৫২,৪২,৮০৮.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো আট টাকা) ১২.০৪.২০১৭ অনুযায়ী এবং এনপিএ তারিখ থেকে অনাদায়ী পুঞ্জীভূত সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২০ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৪.১২.২০২৩	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৮.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN
AHMEDABAD

ভর্তি ২০২৪-২৫

স্নাতক -ডিজাইন পাঠক্রম
(বি. ডিজা.- ৪ বছর)
ভর্তির আহ্বান- এনআইডি আহমেদাবাদে, এনআইডি অন্ধ্রপ্রদেশ, এনআইডি-হরিয়াণা, এনআইডি -মধ্যপ্রদেশ এবং এনআইডি-অসমে

স্নাতকোত্তর -ডিজাইন পাঠক্রম
(এম.ডিজা.- ২.৫ বছর)
আহ্বান করা হচ্ছে - এনআইডি -আহমেদাবাদ (এবং এর সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস গান্ধিনগর এবং বেঙ্গালুরুতে)

এনআইডি আহমেদাবাদ, এনআইডি অন্ধ্রপ্রদেশ, এনআইডি হরিয়ানা, এনআইডি মধ্য প্রদেশ এবং এনআইডি অসম ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের জাতীয় ডিজাইন প্রতিষ্ঠান আইন অধীনে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বশাসিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট এনআইডিগুলি ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং শিল্প (সিআইএম) মন্ত্রকের শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ লেনদেন (ডিপিআইআইটি) বিভাগের অধীন।

বি. ডিজাইন এবং এম.ডিজাইন এর জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ
শুক্রবার, ০১ ডিসেম্বর, ২০২৩

আরও তথ্য এবং অনলাইনে আবেদনের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন :
https://admissions.nid.edu

"https://nid.edu এনআইডি আহমেদাবাদের একমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট। নকল ওয়েবসাইট থেকে সাবধান"

CBC 05216/12/0006/2324

বিহারের জাতিগত সমীক্ষার দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশিত

৩৪ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৬ হাজারেরও নীচে

পাটনা, ৭ নভেম্বর: বিহারের জাতিগত সমীক্ষার দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ৩৪ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকার কম। তাছাড়াও তপসিলি জাতি ও তপসিলি উপজাতি পরিবারের ৪২ শতাংশই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। পিছিয়ে পড়া পরিবারেরগুলোর মধ্যেও ৩৩ শতাংশই দরিদ্র, এমনটাই জানা গিয়েছে বিহারের জাতিগত সমীক্ষার রিপোর্টে। প্রসঙ্গত, বিহারের জাতিগত সমীক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক বিতর্ক

মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় পেশ হয়েছে জাতিগত সমীক্ষার দ্বিতীয় রিপোর্ট। সেখানেই বলা হয়, রাজ্যের পরিবারগুলোর এক তৃতীয়াংশই মাসিক ৬ হাজার টাকারও কম। তপসিলিদের ৪২ শতাংশ পরিবারই বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, তপসিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়াদের মধ্যে ৬ শতাংশেরও কম দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেছেন।

জাতিগত সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে বিহারের সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতির ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজ্যের ৩৪.১৩ শতাংশ মানুষের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকার কম। ২৯.৬১ শতাংশ মানুষের আয় প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও ২৮ শতাংশ মানুষের মাসিক আয় ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। বিহারের মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকার বেশি আয় করেন।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই প্রকাশিত হয়েছে বিহারের জাতিগত জনগণনার ফলাফল। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বিহারের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশই অত্যধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। জেনারেল কাস্টের অন্তর্গত রয়েছেন ১৫ শতাংশ জনতা। এছাড়াও তপসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১৯ শতাংশ। এই গণনাকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের অধিকাংশ বিরোধী দল। তবে বিজেপির তরফে বারবার এই গণনার বিরোধিতা করা হয়েছে।

ভোটপ্রচারে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে প্রহ্লাদ প্যাটেল

মৃত্যু পথচারীর

ভোপাল, ৭ নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশে ভোটপ্রচারে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল। উলটো দিক থেকে আসা বাইককে বাঁচাতে গিয়ে অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারল মন্ত্রীর গাড়ি। ঘটনায় এক যুবকের প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তবে মন্ত্রীর নিজের চোট সামান্যই।

স্থানীয় সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল মঙ্গলবার কমল নাথের নিজের জেলা ছিন্দওয়াড়ায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি রোড শো করেন তিনি। ফেরার পথে উলটো দিক থেকে ভুল সাইডে আশা একটি বাইক হঠাৎ তাঁর গাড়ির সামনে চলে আসে। চালক কোনওক্রমে ব্রেক কষে ওই বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ালেও কনভয়ে থাকা অন্য একটি গাড়ি ধাক্কা মারে মন্ত্রীর গাড়িতে।

ওই দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা সংকটজনক। আহতদের মধ্যে মন্ত্রীর টিমের এক সদস্যও আছেন। সামান্য চোট পেয়েছেন মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল নিজেও। তবে সেই চোট তেমন গুরুতর নয়। আহতদের চিকিৎসা চলছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির ডাকে সাড়া দিতে নারাজ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

জেরুজালেম, ৭ নভেম্বর: বিভিন্ন মহল থেকে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও গাজায় যুদ্ধবিরতির ডাকে সাড়া দিতে রাজি হলেন না ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ থামানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা সে কথা ভাবছেনও না। তবে সাময়িক ভাবে মাঝেমাঝে ত্রাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যুদ্ধ থামাতে আপত্তি নেই ইজরায়েলের।

নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইজরায়েলি ফৌজ কিছুক্ষণ যুদ্ধ থামাতে পারে। হামাসের হাত থেকে পণবন্দিদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও যুদ্ধে সামান্য বিরতি আসতে পারে। তবে সার্বিকভাবে যুদ্ধবিরতিতে রাজি নন তাঁরা। বরং হামাসকে সমূলে বিনষ্ট করার যে প্রতিজ্ঞা নেতানিয়াহু করেছিলেন, তাতেই এখনও বদ্ধপরিকর ইজরায়েল।

এবার আলিগড়ের নামবদলে হতে চলেছে 'হরিগড়'!

প্রস্তাব পাশ বিজেপি চালিত পুরসভার

লখনউ, ৭ নভেম্বর: যোগীরাজ্যের আরও এক শহরের নাম বদল! আগেই এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর, ফৈজাবাদ বদলেছে অযোধ্যায়, ফিরোজাবাদ হয়েছে চন্দ্রনগর। এবার বিজেপি পরিচালিত আলিগড় পুরসভা শহরের নয়া নাম প্রস্তাব পাশ করল। উত্তরপ্রদেশের ঐতিহাসিক এই নগরীর নতুন নাম হবে 'হরিগড়'।

আলিগড় পুরসভার মেয়র প্রশান্ত সিঙ্ঘল মঙ্গলবার আলিগড় শহরের নাম বদলের প্রস্তাব পেশ করেন। যা কাউন্সিলরদের সম্মতিতে পাশ হয়। পরে সিঙ্ঘল জানান, আলিগড় শহরের নাম হরিগড় করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলররা। উল্লেখ্য, দু-বছর আগে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের সময়ই গেরুয়া শিবির আলিগড়ের নাম বদলের দাবি তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই দিকেই এগোচ্ছে যোগী প্রশাসন।

এদিকে আলিগড়ের নাম বদল নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের জমানায় গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক শহরের নাম বদলের চেষ্টা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। উল্লেখ্য, আজকের আলিগড় বলতেই ঐতিহ্যশালী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠে আসে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও বদল ঘটবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্তে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ

রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। প্রভাব খাটিয়ে ফৌজদারি তদন্তে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৬৪ বছরের এক স্বামীহারা মহিলা ও তাঁর কন্যা। বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দেখেছে শীর্ষ আদালত। সোমবার রাজ্যের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টকে (সিআইডি) আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কোনওরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। কোনওরকম প্রভাব খাটানো হয়েছে কি না, তা-ও জানাতে হবে শীর্ষ আদালতকে। পাশাপাশি, আগামী ডিসেম্বরে পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্য সরকারকে মুখবন্ধ খামে তদন্তের স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ।

জানা গিয়েছে, বিষয়টির মূলে রয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াই। অভিযোগকারী এক বিধবা মহিলার দাবি, ওই সম্পত্তির একটি অংশ তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বড় ভাই এবং তাঁর পরিবার তাঁকে সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। বহুবার তাঁর অংশ ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এমনকী, শারীরিক নিগ্রহও করা হয়েছে। সেই ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। যার জেরে আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণী দু'টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন।

একটিতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, আঘাত, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে অপরাধমূলক খুনের চেষ্টা, একজন মহিলার শালীনতা ক্ষুণ্ণ করা, গৃহে প্রবেশ করা, আঘাত করা এবং ভয় দেখানোর পাশাপাশি ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের ২৫ নম্বর ধারায় অভিযোগ করা রয়েছে। অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁর আত্মীয়রা বিচারপতি সিনহার স্বামী আইনজীবী প্রতাপচন্দ্র দে-কে নিয়োগ করেন মামলা লড়ার জন্য। তিনি স্ত্রী-র পদমর্যাদা কাজে লাগিয়ে তদন্তকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, যাতে সঠিক পথে তদন্ত প্রক্রিয়া এগনো না যায়। যার জেরে তদন্ত থমকে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন স্বামীহারা বৃদ্ধা। তাই ওই আইনজীবী বা তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে যাতে সঠিক তদন্ত হয়, সেই আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এমনকী, বিচারপতি নিজের চেম্বারে ডেকে তদন্তকারী অফিসারকে তিরস্কার করে ফৌজদারি তদন্ত বন্ধ করতে নির্দেশ দেন বলেও অভিযোগ ওই মহিলার।

শীর্ষ আদালতে আবেদনকারীরা জানান, তাঁরা কখনও শোনেননি বা কল্পনাও করেননি যে, হাইকোর্টের একজন বর্তমান মাননীয় বিচারপতি তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত ও পেশাগত লাভের জন্য মামলায় জড়িয়ে পড়বেন। আইনজীবী দে এবং বিচারপতি সিন্‌হার পদক্ষেপ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে আবেদন করেন তাঁরা। আবেদনকারীদের পর্যাপ্ত পুলিশ সুরক্ষা বাড়াতে শীর্ষ আদালতকে নির্দেশ দিতেও আবেদন করা হয়েছে। এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে, তদন্তের পর্যায়, অবস্থা এবং অভিযোগগুলি সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আগে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। রাজ্য সরকার যুক্তি দিয়েছে যে, সিআইডি সঠিকভাবে তদন্ত করছে এবং আবেদনকারীদের অভিযোগগুলি বিবেচনা করে সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

আজব পুষ্পস্তবক উপহার প্রিয়াঙ্কাকে, ভাইরাল ভিডিও

ভোপাল, ৭ নভেম্বর: ভোটপ্রচারে গিয়েছেন দলের শীর্ষ নেত্রী। ফুল দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন দলীয় কর্মীরা। কিন্তু আচমকাই নেত্রীর হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। দেখতে পুষ্পস্তবকের মতো হলেও তার মধ্যে একটাও ফুল নেই। আজব এই উপহার পেয়ে হেসে কুটোপাটি হলেন নেত্রী। গোটা ঘটনায় বিব্রত দলীয় কর্মীদের সকলেই। মজার ঘটনাটি ঘটেছে ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশে। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির হাতে পুষ্পস্তবকের বদলে তুলে দেওয়া হয় একগুচ্ছ কাগজ!

আগামী ১৭ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। গতবার সেরাজ্যে জিতেও সরকার হাতছাড়া হয়েছিল কংগ্রেসের। তাই এবার মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠন করতে মরিয়া হাত শিবির। জোরকদমে সেখানে প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। কয়েকদিন আগেই রাহুল গান্ধি মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলেন। এবার সেখানে পা রাখেন প্রিয়াঙ্কাও। বিজেপিকে বিঁধে তিনি বলেন, দুর্নীতি ও অপশাসনকে দূরে হঠিয়ে ন্যায় ও সুশাসন ফিরিয়ে আনবে ইন্দোরের মানুষ। এই প্রচারে গিয়েই মজার ঘটনার সাক্ষী হন প্রিয়াঙ্কা। তিনি মঞ্চে ওঠার পরে এগিয়ে আসেন দলের নেতা-কর্মীরা। কেউ গোলাপ ফুল দিয়ে, কেউ বা সেলফি তুলে স্বাগত জানান প্রিয়াঙ্কাকে। হাসিমুখেই তাঁদের সঙ্গে কথাও বলছিলেন কংগ্রেস নেত্রী। সেই সময়ে হাতে পুষ্পস্তবক নিয়ে এগিয়ে আসেন এক ব্যক্তি। তুলে দেন কংগ্রেস নেত্রীর হাতে। কিন্তু পুষ্পস্তবক হাতে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা অবাক! কারণ সেখানে কোনও ফুলই নেই।

মঞ্চে থাকা নেতা-কর্মীদের প্রিয়াঙ্কা সটান জিজ্ঞাসা করেন, এটা কী?

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NIQ No. SFDC/MD/ NIQ-01(e)/2023-24

SFDC Ltd. invites e-Quotation for the work **"Supply, installation and mooring of 01 batteries of HMW- HDPE modular cage for fish culture at Kumari reservoir in the district of Bankura"**. Last date of (online) bid submission on **22.11.2023 at 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **24.11.2023 at 3.00 p.m.** For details please visit our website : **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 4 nos. different schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from 07-11-2023 to 18-11-2023. Vide NIT- 05/ PMKSY-WDC 2.0/04/Jhalda-II-NRM/2023-24 (2nd call) and 06/PMKSY-WDC 2.0/04/ Jhalda-II NRM/2023-24 (2nd call) Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders. gov.in**

Assistant Director of Agriculture Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed Purulia

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: 06/2nd Call/ Rampara-II GP/2023-24** With Vide Memo No. **385/Ram-II GP/2023-24, Dated: - 03-11-2023,** The Last date for online submission of tender is **21/11/2023 Upto 01.00 P.M.**

For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/023(e)/ 2023-24(2nd Call) dt.07.11.2023

1.Construction of Cement pavement at Amarnath Road offshoot near Manoda Pharmacy in Ward no 14. (SL-05). **2.** Road Restoration work at Santinagar road and M.K.T. Sarani in ward no 11. (SL-09). Bid Submission Closing Date-**24.11.2023**.For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-55/2023-24 (Sl. No. 2 & 3)
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 21.11.2023 in place of 07.11.2023 for Tender ID No. 2023_ADDA_592594_1; Tender ID No. 2023_ADDA_592613_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-07 OF 2023-24 (2nd Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply & Laying of Clear Water Rising main pipe line (D.I.-K9)/ MS Pipe including supply of DI Specials and permanent Road restoration for Water Supply Scheme within Zone - F within Basirhat Municipal area in the District North 24 Parganas under AMRUT. e-Tender Start Date: **08/11/2023 at 9.00 AM**. and Closing Date:**27/11/2023 at 11.30 AM**. For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson,
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-11 OF 2023-24 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 1 nos. 300 mm x 200 mm dia, 350 mtr Deep Tube well with rigid PVC pipe and Fibre Glass Strainer at near Lady Mukherjee School under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **08/11/2023 at 9.00 AM**. and Closing Date: **27/11/2023 at 11.30 AM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal, Dist- South 24 Parganas

Memo No. 512/DGP **Date- 07/11/2023**

On behalf of Dhablat Gram Panchayat of sagar block under south 24 parganas dist. invites bids throuth open e-tender process for the vide **NIT No. 508 DGP (3 nos), 509/DGP 3 Nos** Tube well under 15th FC & 510 NIT DGP SOAKPIT 6 Nos SBM(G) of Dhablat Gram Panchayat Dated- **07-11-2023**
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.T. No. : UKM/001(e)/ PHC/ 2023-24 dt.06.11.2023

Chairman,Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for supply, fittings & fixing of 55000 nos. Septic tank pipe Nylon cover to provide service in Uttarpara Kotrung Municipality. Documents download start date & Bid submission start date– **07.11.2023.** Bid Submission Closing Date–**18.11.2023.** For Details:-**https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal, Dist:24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for Sinking of tube well (NIT no.-07, sl 1-16) within the GP area. The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs.193180.00 respectively. The last bid submission date is **22.11.2023 till 2:00 pm.** Visit to our GP Office for details.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Corrigendum for e-Tender

Re-Tenders of e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. Tender details given below:
NIT No.: 597/MOG-I/2023 & Tender ID: 2023_ZPHD_592984_2
NIT No.: 598/MOG-I/2023 & Tender ID: 2023_ZPHD_592989_2
NIT No.: 599/MOG-I/2023 & Tender ID: 2023_ZPHD_592996_2
NIT No.: 601/MOG-I/2023 & Tender ID: 2023_ZPHD_593006_2
Last date of Bid Submission: **18/11/2023 up to 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
147/GPW/WBFDC/ 2023-24	Supply of Safety Article for Labourers at MTPS/DVC under Mejia URF Range.	08.11.2023	20.11.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 6/PGP/15th FC/2023-24 (Tender ID: 2023_ZPHD_ 596613_1 to 4)** for Construction of 4 nos. of C.C Road Bid submission start date (online) **07/11/2023 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **21/11/2023 upto 12-00 a.m**
Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids for 3 Nos CC Road **(Vide NIT No 419, 420, 421/XVFC-Untied/NIT/MGP/2023 Dated:07/11/2023)** within the GP area. Scheme wise separate bid is Invited. The Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess is Rs.71132/-, Rs.274623/- & Rs.259035/- & 1no tubewell **(vide NIT No 422/XVFC-TIED/MGP/2023)** Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess is 170395/- The last date of submission of online Bid is **22/11/2023 upto 11 A.M.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER

E. Tender Notice No. 260/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023
E. Tender Notice No. 261/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023
E. Tender Notice No. 262/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023
Memo No. 1387/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023
Memo No. 1388/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023
Memo No. 1389/PW/Eng/2023 dated 07.11.2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.

Sd/-
Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

জন্মদিনেই মর্মান্তিক মৃত্যু

উপহার পাওয়া গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত সেনাপ্রধান উপদেষ্টার

কিয়েভ, ৭ নভেম্বর: যুদ্ধ পরিচালনা করাই পেশা। তাই জন্মদিনে উপহারও পেয়েছিলেন যুদ্ধের সামগ্রী। ভাবতে পারেননি, সেই জন্মদিনের উপহারই মৃত্যুর কারণ হবে। বার্থ-ডে পার্টিতেই জন্মদিনের উপহার পাওয়া গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ইউক্রেনের সেনা প্রধানের উপদেষ্টার। মর্মান্তিক ঘটনাটির খবর নিশ্চিত করেছেন ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালারি জালুঝনি।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালারি জালুঝনির উপদেষ্টা ছিলেন মেজর জেন্নাদিই চাস্তিয়াকোভ। জন্মদিনে পাওয়া একবাক্স গ্রেনেড ফেটেই মৃত্যু হয়েছে মেজর চাস্তিয়াকোভের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে জেনারেল ভ্যালারি জালুঝনি বলেন, 'আমার সহকারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেজর জেন্নাদিই চাস্তিয়াকোভের জন্মদিনেই মৃত্যু হয়েছে।'

গ্রেনেড বিস্ফোরণের বিষয়ে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগোর ক্লিমেনকো এক বিবৃতিতে বলেন, চাস্তিয়াকোভ তাঁর জন্মদিনে এক বাক্স গ্রেনেড উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেটি হাতে নিয়ে ছেলেকে দেখাচ্ছিলেন। তারপর ছেলের থেকে দূরে গ্রেনেড বাক্সটি রাখার পর মুহূর্তেই সেটি বিস্ফোরিত হয়। চাস্তিয়াকোভের এক জুনিয়ার সেনাকর্মী এই গ্রেনেড উপহার দিয়েছিলেন বলে পুলিশ চিহ্নিত করেছে। আরও দুটি গ্রেনেড উপহার বাজেয়াপ্তও করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, চাস্তিয়াকোভের স্ত্রী ও চার সন্তান রয়েছে। জন্মদিনের পার্টিতে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পাশাপাশি ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতেও শোকের আবহ। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে চাস্তিয়াকোভ 'নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন' বলে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের সেনা প্রধান জেনারেল জালুঝনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যুতে সেনাবাহিনীতে একটি বড় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

দাঁড়ানো ঝড়ে লন্ডভন্ড আফগানিস্তান

ম্যাক্সওয়েলের কাছে আত্মসমর্পণ করল রশিদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় আছে, ক্রিকেট দলগত খেলা। এখানে একার হাতে ম্যাচ জেতানো যায় না। সেই পুরনো কথাই আরও এক বার অসত্য প্রমাণ করে দিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। কী ভাবে একার হাতে ম্যাচ জেতানো যায়, তা মঙ্গলবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রমাণ করে দিলেন তিনি। ৯১ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অবিশ্বাস্য ১২৮ বলে ২০১ রানের অপরাজিত ইনিংসে আফগানিস্তানকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের সঙ্গে ২০২ রানের জুটি গড়েছেন ম্যাক্সওয়েল, যাতে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের অবদান ৬৮ বলে ১২ রান।

কী ভাবে খাদের কিনারা থেকে কোনও দল ঘুরে দাঁড়িয়ে, প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে একটা ম্যাচ জিততে পারে, তার আদর্শ প্রমাণ হয়ে থাকবে সোমবার আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। কিছু দিন আগেই বাবা হয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। সন্তান যদি ক্রিকেটার হতে চায়, তা হলে নিজের ইনিংস দেখিয়ে তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারেন।

অবাক করা ব্যাপার এটাই যে, নিজের ইনিংসের সিংহভাগটাই ম্যাক্সওয়েল খেললেন কার্যত 'এক পায়ে'। শতরানের আগে থেকেই পায়ের পেশিতে টান ধরা শুরু হয়েছিল। যত ইনিংস গড়াল, তত সেই ব্যথা বাড়ল। কয়েক ওভার অন্তর মাঠের ধার থেকে ছুটে আসছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্ট স্টাফেরা। প্রথমে ম্যাসাজ, তার পরে ব্যথা কমানোর ওষুধ; চেষ্টা করা হল অনেক কিছুরই। কিন্তু অসম্ভব মানসিক জেদ না থাকলে এই ইনিংস খেলা সম্ভব নয়। ম্যাক্সওয়েলের এই ইনিংসকে তাই অতিমানবীয় বললেও কম বলা হয়। এক দিনের ক্রিকেটে বহু দিন এমন ইনিংস দেখা যায়নি। আগে ব্যাট করে অনেকেই দাপট দেখিয়েছেন, অনেকেই দাপুটে ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে, দলের শেষ ভরসাযোগ্য ব্যাটারকে নিয়ে প্রায় একার কাঁধে দলকে জেতানো, এ জিনিস অনেক দিন দেখা যায়নি।

ম্যাক্সওয়েল দেখালেন ক্রিকেটকে কেন মহান অনিশ্চয়তার খেলা বলা হয়। সেখানে শেষ বল হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। নইলে কে ভেবেছিলেন খেলার ছবি এ ভাবে বদলে যাবে। আফগানিস্তানের বোলিংকে নিয়ে ছেলেখেলা করছিলেন তিনি। মাঠের এমন কোনও কোনা নেই যেখানে শট মারেননি তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কভার থেকে মিড উইকেটের দিকে ছক্কা হাঁকালেন। আবার তাঁর সুইচ হিট থার্ড ম্যানের উপর দিয়ে বাউন্ডারিতে গিয়ে পড়ল। স্রেফ মনের জোর আর নিজের শটের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকলে কী ভাবে শট খেলা যায় তা দেখালেন ম্যাক্সওয়েল। তার কোনও জবাব ছিল না আফগান বোলারদের কাছে। রশিদ খান থেকে শুরু করে নবীন উল হক, কেউ পারলেন না ম্যাক্সওয়েলকে ফেরাতে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সব থেকে বড় রান তাড়া করে জিতল অস্ট্রেলিয়া। ওয়াংখেড়েতেও রানের ব্যবধানে এটি সব থেকে বড় জয়।

এই জয়ের ফলে তৃতীয় দল হিসাবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল অস্ট্রেলিয়া। অন্য দিকে জেতার মুখ থেকে ম্যাচ হেরে নিজেদের সেমিফাইনালে যাওয়ার অঙ্ক নিজেরাই কঠিন করে ফেলল আফগানিস্তান। যদিও এখনও সুযোগ রয়েছে তাদের।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তানের ব্যাটিংকে টানলেন ইব্রাহিম জাদরান। এ বারের বিশ্বকাপে দলের সব থেকে ধারাবাহিক ব্যাটার এই ম্যাচেও রান করলেন। রহমানুল্লা গুরবাজ ২১ রান করে আউট হন। দলের মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের সঙ্গে একের পর এক জুটি গড়লেন ইব্রাহিম। রহমত শাহ (৩০), শাহিদি (২৬), আজমাতুল্লা ওমরজাই (২২) প্রত্যেকে শুরু করলেও বড় রান করতে পারেননি। কিন্তু এক দিকে টিকেছিলেন ইব্রাহিম।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান পাননি ইব্রাহিম। ভাল খেলেও ৮৭ রান করে আউট হয়েছিলেন। এই ম্যাচে তা হতে দিলেন না। ওপেন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলেন। আফগানিস্তানের প্রথম ব্যাটার হিসাবে বিশ্বকাপে শতরান করলেন। শেষ ১০ ওভারে ৯৬ রান তুলল আফগানিস্তান। ইব্রাহিমকে সঙ্গ দিলেন রশিদ।

৫ সেকেন্ডের ভিডিও প্রমাণ দিলেন ম্যাথুস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস সংবাদ সম্মেলনে জোর গলাতেই বলেছেন, 'টাইমড আউট' হওয়ার আগে নির্ধারিত দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। স্পষ্ট করে এ,ও বলেছেন, যখন তাঁর হেলমেটে সমস্যা দেখা দেয়, তখনো দুই মিনিট পার হতে ৫ সেকেন্ড বাকি ছিল। যথাযথ প্রমাণ তাঁর কাছে আছে।

সংবাদ সম্মেলনের কিছুক্ষণ পর নিজের দাবির পক্ষে এক্সে (সাবেক টুইটার) দুটি স্থিরচিত্র প্রকাশ করেছেন ম্যাথুস। বলেছেন, চতুর্থ আম্পায়ারের ভুল তথ্যের প্রমাণ এটি।

গতকাল দিল্লিতে ম্যাথুস টাইমড আউট হন শ্রীলঙ্কা ইনিংসের ২৫তম ওভারে। এ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিকেট,বিশ্বে তুমুল আলোচনা শুরু হওয়ার পর ইনিংস বিরতিতে আউটের ব্যাখ্যা দেন চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তিনি জানান, সর্বশেষ ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পর থেকে ম্যাথুসের হেলমেটে সমস্যা দেখা দেওয়ার মাঝে দুই মিনিট পার হয়ে গিয়েছিল। আইন অনুযায়ী, প্রতিপক্ষ অধিনায়ক আবেদন করলে ব্যাটসম্যান ওই সময় আউট হয়ে যান। ম্যাথুসের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে।

এক্সে আম্পায়ারের এ বক্তব্যের ভিডিওতে মন্তব্য করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ম্যাথুস। তিনি লিখেছেন, 'চতুর্থ আম্পায়ার ভুল বলেছেন। ভিডিও প্রমাণ বলছে, হেলমেট খুলে ফেলার পরও ৫ সেকেন্ড বাকি ছিল। চতুর্থ আম্পায়ার কি অনুগ্রহ করে সংশোধন করবেন? আমি বলতে চাচ্ছি, নিরাপত্তা সবার আগে, আমি তো হেলমেট ছাড়া একজন বোলারের মুখোমুখি হতে পারি না।'

এ মন্তব্যের চার মিনিট পর পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটি ছবি পোস্ট করেন ম্যাথুস। যেখানে ম্যাথুস নামার আগে সাদিরা সামারাবিক্রমার ক্যাচ নিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। ছবির ওপরের অংশে থাকা ঘড়িতে সময় ৩টা ৪৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ড। পরের ছবিটি ম্যাথুসের হেলমেট খোলার চেষ্টার, সময় ৩টা ৫০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড।

এই ছবির সঙ্গে ম্যাথুস লিখেছেন, 'প্রমাণ! ক্যাচ নেওয়ার সময় এবং হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছুটে যাওয়ার সময়।'

'এত দিন কেউ করেনি, সাকিবও না করতে পারত'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটীয় চেতনা! **নিজস্ব প্রতিনিধি:** এ দুটি শব্দ মানকাডিং (নন,স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানকে রানআউট) নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে দীর্ঘদিন। আইসিসি এটিকে স্বাভাবিক রানআউট হিসেবে বিধিবদ্ধ করার পর যা অনেকটাই কমে এসেছে। এবার ক্রিকেটীয় চেতনার আওয়াজ উঠেছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের 'টাইমড আউট' ঘিরে, যেখানে আউটের আবেদন করায় 'খলনায়কের' আসনে বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।

ক্রিকেটের আইনে আছে বলে সাকিবের আবেদন করাকে ভুল বলতে পারছেন না কেউ। শোয়েব আখতারও যেমন আইনের ব্যত্যয় দেখছেন না। তবে সাবেক পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার সাকিবের সমালোচনা করতে গিয়ে হেঁটেছেন সেই 'ক্রিকেটীয় চেতনা'র পথেই। আর সেটা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে এত দিন কেউ এমন আউটের আবেদন না করার যুক্তি দেখিয়েছেন।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর শোয়েব এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'ক্রিকেটীয় চেতনার খুবই বিরোধী। আমি জানি এটা আইনে আছে। কিন্তু এত দিন যেহেতু কেউ করেনি, সাকিবও এড়িয়ে যেতে পারত।'

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফও 'টাইমড আউট'কে শোভনীয় মনে করছেন না। এ ক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাজে উল্লেখ করে স্টার স্পোর্টসে কাইফ বলেছেন, 'ম্যাথুসের মধ্যে সুবিধা আদায়ের মনোভাব ছিল না। এখানে সাকিবের আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার খুবই বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শান্ত (নাজমুল হোসেন) পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার আবেদন করার তাগাদা দিচ্ছিল। শান্ত প্রথমে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলে। এরপর সাকিব আবেদন করে।'

কাইফ মনে করেন, ম্যাথুসের বিরুদ্ধে 'টাইমড আউটে'র আবেদন করে সাকিব এখন থেকে বেশি নজরে থাকবেন, 'ওর (ম্যাথুস) ক্ষুব্ধ হওয়াটা ঠিকই আছে। এখানে দুই মিনিটের নিয়ম আছে, কিন্তু দুই মিনিট শেষ হয়নি। এটা সাকিবের ভুল আবেদন ছিল।'

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৮	৮	০	১৬
দঃ আফ্রিকা	৮	৬	২	১২
অস্ট্রেলিয়া	৮	৬	২	১২
নিউ জিল্যান্ড	৮	৪	৪	৮
পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮
আফগানিস্তান	৮	৪	৪	৮
বাংলাদেশ	৮	২	৬	৪
শ্রীলঙ্কা	৮	২	৬	৪
নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪
ইংল্যান্ড	৭	১	৬	২

ইব্রাহিমের ঐতিহাসিক শতক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইব্রাহিম জাদরানের ঐতিহাসিক ১২৯ রানের ইনিংসে ভর করে মুম্বাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৯১ রান তুলেছে আফগানিস্তান। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে প্রথম শতকটি করেছেন ইব্রাহিম, এ ইনিংস আক্ষরিক অর্থেই আবর্তিত হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করে। ইনিংস উদ্বোধন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন তিনি। শেষ দিকে রশিদ খানের সঙ্গে ইব্রাহিমের ২৮ বলে ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন ঝোড়ো জুটিতে লাফ দেয় আফগানিস্তান, ১৮ বলে ৩৫ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন রশিদ।

মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউডের বিপক্ষে শুরুটা ইতিবাচকই ছিল দুই আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিমের। ভালো একটা শুরু পেলেও গুরবাজ অবশ্য উইকেট ছুড়ে আসেন হ্যাজলউডকে পুল করতে গিয়ে ২৫ বলে ২১ রান করে। রহমত শাহও তা,ই করেছেন, ৪৪ বলে ৩০ রান করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন তিনি। অবশ্য রহমতের সঙ্গে ইব্রাহিমের জুটিতে ওঠে ৮৩ রান।

অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির সঙ্গে এরপর ৫২ রানের জুটি গড়েন ইব্রাহিম, ৩৭.২ ওভার পর্যন্ত স্থায়ী হয় যেটি। মিচেল স্টার্কের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে আফগানিস্তান অধিনায়ক বোল্ড হলে ভাঙে সে জুটি। এবারের বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের ব্যাটিংয়ের যে ধরন, তখন পর্যন্ত ঠিক সেটি কার্যকর হয়নি, ভালো শুরু পেলেও ইব্রাহিম ছাড়া কেউই সেভাবে বড় করতে পারেননি ইনিংস।

শ্রীলঙ্কার বরখাস্ত হওয়া ক্রিকেট বোর্ড আদালতের আদেশে পুনর্বহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন। আজ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে করা এক রিট পিটিশনের শুনানির পর আদালত এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন।

এর ফলে গতকাল ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরখাস্ত করা ক্রিকেট বোর্ড পুনর্বহাল হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিতে আজ এসএলসি কার্যালয়ে গিয়েছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির চেয়ারম্যান অর্জুনা রানাতুঙ্গা। তবে আদালতের আদেশের পর তিনি বেরিয়ে গেছেন।

পার্লামেন্টে ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে জানান, গতকাল রাতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্ত করতে বলেছেন। রানাসিংহে তাতে রাজি হননি জানিয়ে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বলেছেন ক্রীড়াঙ্গনকে তিনি তাঁর অধীন নিয়ে যাবেন। আমি তখন বলেছি, আমাকে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দিন।'

শাম্মি সিলভার নেতৃত্বাধীন যে ক্রিকেট বোর্ডকে রানাসিংহে বরখাস্ত করেছিলেন, তাদের ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট চালাচ্ছে ডাকাতেরা। যে কারণে আমি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্ত করব না। অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত স্বার্থের সংঘাত।'

ডেইলি মিররের খবরে বলা হয়, রোববার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রী রানাসিংহে প্রেসিডেন্ট ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর তোপের মুখে পড়েন। ক্রিকেট বোর্ড বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন জারির আগে ক্রীড়ামন্ত্রী প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রিসভার কাউকে জানাননি। এ ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিতে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

'৪০০ করা দলটির অবস্থা দেখ'; শামির খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা বোধ হয় একেই বলে! দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর দলটিকে উদ্দেশ্য করে একটি খোঁচাও দিয়েছেন ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে এই বিশ্বকাপে দলীয় সংগ্রহ চার শ পার করা দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে মজা করেছেন শামি।

বিশ্বকাপে গতকালের আগপর্যন্ত দাপুটে ক্রিকেট খেলা দুটি দল ছিল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। মাঝে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে অঘটনের শিকার হয়ে হারা ম্যাচটি বাদ দিলে বাকি দলগুলোকে খুব একটা পাত্তা পায়নি প্রোটিয়াদের সামনে। অন্য দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পেরেছিল টেম্বা বাভুমাদের বিপক্ষে। কিন্তু শেষ হাসি দক্ষিণ আফ্রিকাই হেসেছিল।

পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ দুইয়ে থাকা এই দুই দল গতকাল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল ইডেন গার্ডেনে। এই ম্যাচ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে। এমনকি কালোবাজারেও বিক্রি হয়েছে এই ম্যাচের টিকিট। সবার চোখ ছিল ধন্ধুমার এক লড়াইয়ের দিকে। কিন্তু কোথায় কী! ভারতের বিপক্ষে ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়তে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতি ম্যাচে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে ৪০০ রানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া দলটি ৩২৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আউট হয়ে গেল মাত্র ৮৩ রানে। ম্যাচ হেরেছে ২৪৩ রানে।

হারের পর সমালোচনার মুখে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশেষ করে রান তাড়া করতে গিয়ে ম্যাচ বের করে আনার কোনো সমাধানই যেন খুঁজে পাচ্ছে না দলটি। এমন পরিস্থিতিতে সুযোগ পেয়েছে প্রোটিয়াদের খোঁচা দিতে ছাড়লেন না ভারতীয় পেসার শামিও। দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পথে ৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন শামি। বিশ্বকাপে হার্দিক পান্ডিয়ার চোটে সুযোগ পাওয়ার পর থেকে দারুণ ছন্দেও আছেন এ পেসার।

ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাচ শেষে, তখন সম্প্রচারক চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে হিন্দিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন শামি। মাইকে তাঁকে ভারতের বোলিং পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ। জবাবে শামি বলেছেন, 'প্রতিবার ৪০০ রান করা দলটির কী অবস্থা দেখ!' শামি এ কথা বলার পরই অট্টহাসির রোল উঠে। এবার বিশ্বকাপে একবারই দলীয় সংগ্রহ চার শ পার করতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটি নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪২৮/৫। চারবার দলীয় সংগ্রহ সাড়ে তিন শ,র ওপাশে নিয়েছে প্রোটিয়ারা।

বিশ্বকাপে শুরুতে বেঞ্চেই বসেছিলেন শামি। মূলত বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে পান্ডিয়ার চোটই দুয়ার খুলে দেয় শামির সামনে। মাত্র ৪ ম্যাচ খেলে ১৬ উইকেট সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় ৪ নম্বরেও উঠে এসেছেন শামি। গ্রুপপর্বে ভারত ১২ নভেম্বর শেষ ম্যাচ খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে।

NARSINGHA
একদিন
শক্তি সম্মান ২০২৩
Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)
1. Name of Puja Committee & Address: .....
.....
2. Name of the President : .....Mobile: .....
3. Name of the Secretary: .....Mobile" .....
4. Name of the other Contact Persons : .....Mobile:.....
5. Puja Theme or Traditional (Tick One)
6. Puja Budget : .....
7. Any social activities done between last One year: .....
Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. After 50 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (ii) Only Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (iii) Last date of submission of application is 09/11/2023. (iv) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (v) Puja Committee should must collect Banner & Display (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels & Banner should promote on all social media activity. (vi) The event officials' decisions must be granted.
We agree to abide by the terms & Conditions.
Signature on behalf of Puja Committee with Seal
Date & Place :
Form Submission by WhatsApp no: 9088617101
Any Quaries Please Call : 8420444073
Event Organiser wide angle
MEDIA PARTNER খবর এখন
PR PARTNER
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand
Digital Partner বাংলা বলছে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**